ভূমিকা।

এই খণ্ড-কাব্যখানিতে ভূ-বিখ্যাত রাজা ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য-সূচনা এবং বন-গমন বর্ণিত হইয়াছে। ইহা আদ্যোপান্ত সংস্কৃতচ্ছন্দে * বিরচিত। মালিনী, উপ-জাতি, বংশস্থবিল, বসন্ততিলক প্রভৃতি যে সকল প্রসিদ্ধ চ্ছন্দ "কবি-কুল-গুরু কালিদাস" মাঘাদি মহাকবিরা আদরপূর্ব্বক স্ব স্ব কাব্যে প্রয়োগ করিয়াগিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি ছন্দঃ ইহাতে বাহুল্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতৎপাঠে সকলেরই মনে প্রতীতি হইবে যে প্রায় সমুদায় সংস্কৃতচ্ছন্দ বঙ্গভাষায় অনতিযত্নে লেখা যাইতে পারে। এই সকল ছন্দ যে পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী, প্রভৃতি বঙ্গভাষা-প্রচলিত যাবতীয় ছন্দের অপেক্ষা মধুর এবং ওজোগুণসম্পন্ন তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন। পরন্তু মৎকর্ত্তৃক বঙ্গ-ভাষায় প্ররোপিত হওয়াতে ইহাদের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে

---

* সংস্কৃত ভাষায় ছন্দের নিয়ম এই—

সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ আর আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই কয়েকটী স্বরবর্ণ, এবং তদ্বিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ, তথা ং, ঃ ও হসন্ত-যুক্ত বর্ণ, এ সমুদয় গুরু ; এতদ্ব্যতিরিক্ত যে সকল বর্ণ আছে তাহা লঘু।

লঘু বর্ণের এক মাত্রা, গুরু বর্ণের দ্বিমাত্রা ; অর্থাৎ দুইটী লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় আবশ্যক, একটী গুরু বর্ণ উচ্চারণ করিতে হইলে ততই লাগে।

কি না, সে বিচারের ভার তাঁহাদেরই উপরে অর্পিত রহিল। এই সকল ছন্দ যে একবারেই সর্ব্ব সাধারণের মনোনীত হইবে এরূপ কখন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; কিন্তু যে পরিমাণে এদেশে সংস্কৃত-ভাষানুশীলন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে ইহাদেরও আদর বৃদ্ধি হইবে, এ আশা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যাঁহার অদ্ভুত রচনা শক্তি 'যৌবনোদ্যান' প্রভৃতি কাব্যত্রয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, আমার অনুরোধে উপজাতিছন্দে (বেত্রাসুর-বধ) নামক একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিয়দ্দিবস হইল উক্ত মহাকাব্যের প্রথম সর্গ এডুকেশন গেজেটে প্রকটিত হওয়াতে সমুদায় কৃতবিদ্য পাঠকগণ তৎপ্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভরসা করা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় সংস্কৃতচ্ছন্দ অবিলম্বে বদ্ধমূল হইবে।

হিন্দী ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের মাত্রা পৃথক্, এই কারণ বশতঃ তুলসীদাস ও সূরদাসের কবিতা, কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামদাসের রচনাপেক্ষা অধিক মধুর এবং মনোহর। রায় গুণাকরের বিখ্যাত কাব্যত্রয়ের মধ্যে যে যে স্থানে সংস্কৃতচ্ছন্দ সন্নিবেশিত আছে, সেই সেই স্থান পাঠকেরা অপরাপর স্থান অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন; ইহা কে না স্বীকার করি-

রাজা ভর্ত্তৃহরি কোন্ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ছিলেন তাহা একণে নির্ণয় করা কঠিন। যেম্স প্রিনসেপ সাহেব বলেন* তিনি খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু একথার কোন প্রমাণ

অতএব তিনি যে বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন সে বিক্রমাদিত্য শকাব্দার পঞ্চশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে।

বল্লাল-মিশ্র কৃত "ভোজপ্রবন্ধে" উক্ত আছে যে বররুচি প্রভৃতি অনেক মহাকবি শ্রীসাহসাঙ্ক অথবা ভোজনামা রাজার সভাসদছিলেন। সেই ভোজরাজকে কেহ ৪৮৩, কেহ ৫৪৪, কেহ ৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করেন।

শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যকার বলেন যে রাজা বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকাব্দায় রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন; বোধ হয় ইনিই "ভোজপ্রবন্ধের" সাহসাঙ্ক ভোজরাজ।

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক যে জ্যোতিগ্রন্থ মহাকবি কালিদাস-বিরচিত বলিয়া বিখ্যাত, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণ্য; যদিও পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উহাকে প্রকৃত কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থকার কালিদাস বলেন যে তিনি 'শকারি' বিক্রমাদিত্যের সভাসদ, যিনি সম্বৎ প্রচলিত করেন। তিনি আরও বলেন যে বররুচি, বরাহমিহির, অমরসিংহ প্রভৃতি, নবরত্নের মধ্যে তিনি স্বয়ং এক জন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ ৩০৬৮ কলিযুগাব্দে (খ্রীষ্টাব্দের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে) লিখিত হয়। বরাহমিহির আপনি লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি ৩৫৭৭ কলিযুগাব্দে অর্থাৎ ৩৯৮ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং অমরসিংহ যে মঠ বৌদ্ধ গয়াতে নির্ম্মাণ করান, সে মঠ যে সম্বতের পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল না তাহা চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক দ্বয় ফাহিয়ান এবং হাইউন থসাঙের লেখায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে; সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদাভরণকার যে জাল-কালিদাস, পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

* *Vide* INDIAN ANTIQUITIES.

নাই। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন যে, ভর্ত্তৃহরির অপর একটী নাম শকাদিত্য*।

রাজা ভর্ত্তৃহরি এক জন প্রধান বৈয়াকরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে তিনি পাণিনিকৃত ব্যাকরণের সূত্র সঙ্কলন করিয়া এক গ্রন্থ লেখেন। কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। তিনি যে সঙ্গীত বিদ্যায় সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন, তাহা ভটিহারী অথবা ভর্ত্তৃহারিকা রাগিণীতেই প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহা কর্ত্তৃকই উক্ত রাগিণী প্রচলিত হয়। বৈরাগ্য-শতক প্রভৃতি যে তিনটী শতক তাঁহার নামে চলিতেছে তৎসমুদায় তাঁহার রচনা কখনই নহে। যে রাজা সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যোগ-মার্গ অনুসরণ করিলেন, তাঁহার মুখ হইতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্য কি কখন নির্গত হইতে পারে?

"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্থাঃ প্রভবঃ স্মরদূষিতাঃ
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণ মঙ্গে সুভাষিতং।"—বৈরাগ্যশতকং।

"অগ্রে গীতং সরস কবয়ঃ পার্শ্বয়ো দাক্ষিণাত্যাঃ
পশ্চাল্লীলা বলয় রণিতং চামরগ্রাহিনীনাং
যদ্যস্ত্যেবং কুরুভব রসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নোচেৎ চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ।" বৈরাগ্যশতকং।

* বত্রিশ সিংহাসনেও এই নাম পাওয়া যায়। আমার অনুমান হয় গ্রন্থক, শক-বংশীয় রাজা শকাদিত্যের পর এক বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, এই কিম্বদন্তী শুনিয়া অপর বিক্রমাদিত্যের অগ্রজের নাম শকাদিত্য স্থির করিয়া থাকিবেন।

পরিত্যাগানন্তর সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া, পুষ্কর-তীর্থের নিকটবর্ত্তী নাগপর্ব্বতে, আলোয়ারে, কাশী-ধামে এবং চরণাদ্রিতে বহুকাল বাস করেন, এরূপ কিম্বদন্তী আছে। নাগপর্ব্বতে তিনি যে প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া ধ্যান করিতেন সেই প্রস্তরখণ্ড অথবা তাহার কোন প্রতিনিধি সেখানকার পাণ্ডারা যাত্রিগণকে দেখাইতে ক্রটি করেনা; এবং চুনারের কেল্লায় রাজা ভর্ত্তৃহরির গুহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। অনেক দৃঢ়-বিশ্বাস লোকে রাজা ভর্ত্তৃহরিকে অমর বলিয়া থাকেন। কিন্তু একথা যে অলীক তাহা বলা বাহুল্য। সন্ন্যাসা-বলম্বন করিয়া তিনি মহাত্মা গোরক্ষনাথের শিষ্য হইয়া-ছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে। তাঁহার নামে এক শৈবসম্প্রদায় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।* বোধ হয়, তিনিই তাহাদের আদি গুরু।

ভর্ত্তৃহরি গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র এবং বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা† বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু গন্ধর্ব্বসেন কে ছিলেন তাহা এক্ষণে জানিবার আর উপায় নাই। পুরাবৃত্তে এবং ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য নামে তিন জন অথবা ‡ততোধিক

---

* *Vide* WILSON'S RELIGION OF THE HINDOOS.

† "রাজাবলীতে" ভর্ত্তৃহরিকে বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বেতাল পঞ্চবিংশতিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কেহ কেহ বলেন ইহাঁরা সহোদর ছিলেন।

‡ কর্ণেল উইলফর্ড সাহেব বলেন যে বিক্রমাদিত্য নাম ধারী অষ্ট বা নব সংখ্যক রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং সকলেই শালিবাহন শালবান নৃসিংহ বা নগেন্দ্র নামা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সম্রাটের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক বিক্রমাদিত্য হইতে সম্বৎ* প্রচলিত হয়; অপর শকারি† নামে বিখ্যাত; তৃতীয় বিক্রমাদিত্যের‡ সভায় কালিদাস, বররুচি, বরাহ-মিহির ইত্যাদি নবরত্ন বিদ্যমান ছিলেন।

* ইনি "তোমর" বা তুয়ার বংশীয় রাজা ছিলেন।

See TODD'S RAJESTHAN, page 87.

অনেকে বলেন যে ইনিই শক দিত্য নামক পার্ব্বত রাজাকে বিনষ্ট করিয়া দিল্লী অধিকার করেন, কিন্তু একথা প্রমাণ-সিদ্ধ বোধ হয় না। শকারি বিক্রমাদিত্য এই রাজাকে পরাস্ত করিতেছিলেন ইহাই অধিক সম্ভব।

†এই বিক্রমাদিত্য শক বংশ ধ্বংস করিয়া শকাব্দ প্রচলিত করেন ইহাঁকেই কহ্লনকৃত রাজতরঙ্গিণীতে কাশ্মীরাধিপতি মাতৃগুপ্তের সহায় বলিয়া নির্দ্দেশ করে; এবং ইনিই আরব্য-পণ্ডিতবর অল্‌বণির বর্ণনানুসারে হিজরার সপ্ত শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। জ্যোতির্ব্বিদ ব্রহ্মগুপ্ত বলেন যে, শকবংশের শেষ রাজা উক্ত সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং "বৃহৎসংহিতার" টীকাকার উৎপলও শকারি বিক্রমাদিত্যের ঐ সময় নিরূপণ করেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে কুম্ভকার কুলোদ্ভব শালিবাহন নামা এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি রাজা বিক্রমাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার সম্বৎ বিলুপ্ত করতঃ শকাব্দা প্রচলিত করেন। কিন্তু একথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে, যেহেতু বিক্রমাব্দা সম্বৎ এবং শকাব্দাতে ১৩৫ বৎসরের প্রভেদ। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে জ্ঞাত হওয়া যায় যে শালিবাহন শকারি বিক্রমাদিত্যের সহিত ব্যাপক কাল যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে এই পণে সন্ধি করেন যে নর্ম্মদা নদী উভয়ের রাজ্যের সীমা থাকিবেক; এবং তৎপরে উভয়েই স্ব স্ব রাজ্যে আপন আপন শক প্রচলিত করিলেন।

‡বরাহমিহির তৎকৃত "বৃহৎসংহিতায়" লেখেন যে ৩৬০০ (৬০×৬০) কলিযুগাব্দে (অর্থাৎ ৪২১ শকাব্দায়) তাঁহার বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর ছিল। যথা—

ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টি যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দা স্তদিহ মম জন্মনোতীতাঃ।

"প্রফুল্ল নীলোৎ|পল শোভিতানি
শরারি কাদ|ম্ব বিঘট্টিতানি।
প্রসন্ন তোয়া|নি সশৈবলানি
সরাংসি চেতাং|সি হরন্তি যূনাং।"

"মন্দানিলাকুলিত চা|রু বিশাল শাখঃ
পুষ্পোদ্গাম প্রচয় কো|মল পল্লবাগ্রঃ।
মত্ত দ্বিরেফ পরিপী|ত মধু প্রসেক
শ্চিত্তং বিদারয়তি ক|স্য ন কোবিদারঃ।"

এই পুস্তক খানির ভাষার উপলক্ষে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ইহাতে প্রয়োজনানুসারে আমি "যত্র," "তত্র," "যদা," "তদা," "কচিৎ," ('কোন স্থানের' অর্থে) "চিরায়" ইত্যাদি কতিপয় সংস্কৃত অব্যয় শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই; এবং স্থানে স্থানে ক্রিয়াপদ সঙ্কোচ করিতেও ক্রটি করি নাই। ছন্দের অনুরোধে যত না হউক, মিষ্টতার অনুরোধে আমাকে এপ্রকার করিতে হইয়াছে।

এস্থলে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে এই কাব্যের স্থানে স্থানে আমি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকবি-দিগের রচনার অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়াছি। এতাদৃশ অনুকরণ অধুনাতন কোন্ কবি না করিয়া থাকেন? দ্বিতীয় সর্গে "কাদম্বরীর" এবং তৃতীয় সর্গে "উত্তরচরিতের" অনুকরণ সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন

রাজা ভর্ত্তৃহরির চরিত বিষয়ে আমার অল্পই বক্তব্য আছে। তিনি অগ্নি-কুলান্তর্গত প্রমরবংশীয় রাজা ছিলেন, এবং মালবদেশে উজ্জয়িনী * নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল, পরম্পরা সকলেই শ্রুত আছেন।† তাঁহার অনঙ্গা ও পিঙ্গলা‡ নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি অনঙ্গাকে অধিক ভাল বাসিতেন। পিঙ্গলা রাজার প্রীতিভাজন না হইয়াও নিতান্ত পতিব্রতা ছিলেন। কথিত আছে তিনি হঠাৎ এক দিবস রাজার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনঙ্গার প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। যদিও অসামান্য রূপ-লাবণ্যে তিনি রমণীকুলের শিরোমণি ছিলেন, তথাপি নিকৃষ্ট ব্যভিচার দোষে তাঁহার চরিত্র কলুষিত ছিল। রাজা ভর্ত্তৃহরি অনঙ্গার অসচ্চরিত্র কিরূপে জানিতে পারিলেন তাহা বেতাল পঞ্চবিংশতিতে প্রকাশিত আছে, এবং তাহাই এই কাব্যখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্নিত হইয়াছে। তিনি রাণীর কুব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিরক্তচিত্তে সাম্রাজ্য

* এই নগরীর অপর নাম অবন্তি বা অবন্তী ; বিশালা ইহার আর একটী নাম। এতদ্দেশীয় জ্যোতিষ গণনায় ইহার যাম্যোত্তর রেখা (meridian) প্রথম বলিয়া গণ্য হয়।

† *See* TODD's RAJESTHAN, page 776.

‡ ইতি রাজাবলী। কেহ কেহ বলেন রাজা ভর্ত্তৃহরির কেবল একটী মাত্র মহিষী ছিলেন, তাঁহার নাম পিঙ্গলা ; এবং তাঁহারই দুশ্চরিত্র অবগত হইয়া রাজা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন। বত্রিশ সিংহাসনে এই রাজমহিষীকে কোষল-রাজ-তনয়া তিলোত্তমা বলিয়া উল্লেখ করে।

তবে পদের শেষে অকারান্ত বর্ণ হসন্ত উচ্চারিত হইলে অবশ্যই ছন্দো-ভঙ্গ হইবে।

এই কাব্যে যে সকল সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে "উপজাতিচ্ছন্দ" লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ; যেহেতু ইহার প্রত্যেক পদের আদি বর্ণ ও *অন্ত্যবর্ণ সংস্কৃত নিয়মানুসারে গুরু অথবা লঘু রাখা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ইহাতে আরও একটী সুবিধা আছে, যদিও আমি তাহা সংস্কৃত নিয়মাতিরিক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি; অর্থাৎ যে পদে 'উপেন্দ্র বজ্র' থাকে, ('ইন্দ্র-বজ্র' না থাকে) তাহার আদিতে একটি লঘুবর্ণ বাড়াইতে পারা যায়। তাহাতে মিষ্টতার হানি হয় না। যথা—

> "কবিতানুরাগী" গুণ-লিপ্সু যাঁরা,
> কাব্যের সারাংশ লভেন তাঁরা;
> যথা অকিঞ্চিৎ কটু-পুষ্পপুঞ্জে,
> "চতুর" দ্বিরেফে মকরন্দ ভুঞ্জে।
> "কবি-কীর্ত্তি-"বৈরী খল-বুদ্ধি যারা,
> দোষানুসন্ধান-নিযুক্ত তারা;
> রমণী-স্তনাগ্রে, ত্যাজি মিষ্ট দুগ্ধ,
> জোঁকে যথা শোণিত-পান-মুগ্ধ।

* বসন্ততিলকচ্ছন্দেও অন্ত্যবর্ণ স্বেচ্ছানুসারে গুরু বা লঘু রাখা যাইতে পারে।

মালিনী, শার্দ্দূল বিক্রীড়িত প্রভৃতি যে সকল দীর্ঘ-চ্ছন্দ আছে তৎসমুদায়ে যতি রাখা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ তাহা না রাখিলে সুশ্রাব্য হয় না, এবং পড়িবারও ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু ইন্দ্রবজ্র, উপেন্দ্রবজ্র, উপজাতি, বংশস্থবিল বা বসন্ততিলক চ্ছন্দে যতির তাদৃশ প্রয়োজন দেখা যায় না। এই সকল ছন্দে অধিক লিখিতে হইলে যতি না রাখাই কর্ত্তব্য* ; যেহেতু সকল পদগুলি এক প্রণালীতে রচিত হইলে অবশ্যই পাঠকদিগের বিরক্তি জন্মায়। একাদিক্রমে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে কোন্ ব্যক্তির রুচি হয়? নিম্নোদ্ধৃত ঋতু-সংহারের শ্লোকগুলিতে কালিদাস কোন পদেই যতি রাখেন নাই। অথচ এই সকল শ্লোক যে সম্পূর্ণ সুস্বাদু তাহা কে না স্বীকার করিবেন।

"রবি প্রভোদ্ভিন্ন|শিরোমণি প্রভো
বিলোল জিহ্বা|দ্বয় লীঢ় মারুতঃ।
বিষাগ্নি সূর্য্যা|তপ তাপিত ফণী
ন হন্তি মণ্ডূ|ককুলং তৃষাকুলঃ।"

"* ক্বচিচ্ছন্দস্যান্তে যতি রভিহিতা পূর্ব্বকৃতিভিঃ
পদান্তে সা শোভাং ব্রজতি পদমধ্যে ত্যজতি চ।" ইতিছন্দোমঞ্জরী তথা। "শ্বেতমাণ্ডব্য মুখ্যাস্তু নেচ্ছন্তি মুনয়ো যতিং।"

বেন? কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভারতচন্দ্র অসাধারণ রচনাশক্তি-সত্ত্বেও কেবল 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত' 'তূণক,' 'তোটক,' 'পজ্ঝটিকা,' 'গীতিকা,' 'পঞ্চচামর' প্রভৃতি,কতিপয় সামান্য অনুৎকৃষ্ট ছন্দ লিখিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন; এবং "সুকবি-জন-মনোজ্ঞা মালিনী," উপ-জাতি প্রভৃতি, প্রধান প্রধান ছন্দের মধ্যে একটীরও উদাহরণ বঙ্গভাষায় দিয়া গেলেন না। তিনি যদি এই সকল ছন্দে স্বীয় কাব্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এত দিনে অস্মদ্দেশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না। কবি-তিলক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদনকে ইংরাজীমতে অমিত্রাক্ষর পয়ার লিখিতে হইত না, এবং ইদানীন্তন অসংখ্য নব্য কবিরা না গদ্য না পদ্য—পরন্তু উভয়েরই অতিরিক্ত এক অদ্ভুত রচনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিতেন না। •

বঙ্গভাষার আদি কবিরা (বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস ইত্যাদি) সংস্কৃতচ্ছন্দে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যতঃ তাঁহারা, পূর্ব্বতন মহা-কবিদের মনোনীত ছন্দ সমুদায় আয়াসজনক বোধে হিন্দীভাষার সরল ও সহজ প্রণালী অবলম্বন করিয়া, কিংবা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া, কবিবর জয়-দেবের "মধুর কোমল কান্ত পদাবলীর" অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া, "পজ্ঝটিকা" প্রভৃতি কতকগুলি মাত্রাবৃত্ত

মাত্র লিখিয়াগিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী কবিরা যদি সেই সকল মাত্রাবৃত্তও জীবিত রাখিতেন, তাহা হইলেও বাঙ্গালা কবিতার যথেষ্ট উপকার হইত সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ লিখিতে হইলে প্রত্যেক শব্দের, প্রত্যেক বর্ণের লঘুত্ব বা গুরুত্ব নিরূপণ করা আবশ্যক। যে সকল শব্দ সংস্কৃত-মূলক তাহাদের উচ্চারণে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু 'যেন,' 'হেন,' 'কেন,' 'কোন,' 'আমি' প্রভৃতি অপর অনেক শব্দ আছে যাহাদিগকে সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে উচ্চারণ করিতে হইলে সুশ্রাব্য হয় না। কারণ আমরা উক্ত শব্দগুলিতে 'এ' কার, 'ও' কার, বা 'আ' কার হ্রস্ব উচ্চারণ করিয়া থাকি। তথাপি পাছে সংস্কৃত নিয়মের পক্ষপাতী কোবিদবৃন্দ এ বিষয়ে আপত্তি করেন, আমি কোন স্থানে তাঁহাদের মতের অন্যথাচরণ করি নাই। কেবল শব্দের অন্তে যে "ও" কার সংস্কৃত "অপি" র অর্থে প্রয়োগ হয়, (যেমন "তাহাও") তাহা হ্রস্ব বলিয়া গণনা করিয়াছি মাত্র। এরূপ না করিলে অত্যন্ত শ্রুতি-কটু বোধ হয়। শব্দের শেষ বর্ণ অকারান্ত হইলেও হসন্ত উচ্চারণ করা আমাদের এক প্রকার প্রথা হইয়া উঠিয়াছে! ইহাতে ছন্দের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন; কারণ মাত্রা সমান থাকে

ভর্ত্তৃহরি কাব্য।

প্রথম সর্গ।

*অবনি-মণি-অবন্তী-রাজরাজেন্দ্র ধামে, †
প্রমদ-বিপিন‡ মধ্যে, চারু সিপ্রা § তটান্তে,
রতি জিনি রমণীয়া, বেষ্টিতা আলি-বৃন্দে,
ধবল উপল মঞ্চে রাজিতা রাজরাণী। ১।

ইনিই ধরণি-ধন্যা দেশ-মান্যা অনঙ্গা,
|| প্রমর-পতির একা-প্রেয়সী প্রাণতুল্যা;
মধুর অমৃত মাখা এই সে সৌম্য মূর্ত্তি,
ক্ষিতিপতি-হৃদিপদ্মে সর্ব্বদা যা বিরাজে। ২।

---

* এই সর্গের প্রথম অবধি বাইশটী শ্লোক মালিনীচ্ছন্দঃ। এই ছন্দে অষ্টম অক্ষরের পর যতি (Cesural pause) ইহার প্রত্যেক পদে আদ্য ৬ অক্ষর লঘু, ৭, ৮, ও ৯ গুরু, ১০ লঘু, ১১, ১২ গুরু, ১৩ লঘু, ১৪ ও ১৫ গুরু।

† কিম্বা—সুরপুর সম মর্ত্ত্যে মালবাধীশ-ধামে,
অথবা—ধরণি-মণি-"বিশালা"-লোকপালাবরোধে, ইত্যাদি।

‡ প্রমদ-বন, রাজার অন্তঃপুরস্থিত বিহার-বন।

§ নদী বিশেষ, উজ্জয়িনী বা অবন্তীনগরী এই নদীর তীরে সংস্থিতা।

|| অগ্নিকুলের অন্তর্গত ক্ষত্রিয় বংশ বিশেষ।

ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘ-কেশা, কৃশাঙ্গী,*
অচপল-তড়িতাভা সুন্দরী, গৌরকান্তি,
মধুর নব-বয়স্কা, পদ্মিনী-অগ্রগণ্যা,
যুবক-নয়ন-লোভা "কামিনী কামশোভা।" ৩।

বিকচ জলজ তুল্য স্মের উৎফুল্ল আস্য;
† ভ্রমরক-চয় তাহে ভৃঙ্গ-শোভা প্রকাশে;
স্খলিত চিকুর-বন্ধ ব্যাপিয়া পৃষ্ঠদেশে,‡
পতিত বিমল তল্পে নিন্দিয়া মেঘমালা। ৪।

সুতনু অনতি-বক্রা ভ্রূলতা দীর্ঘ-রেখা,
প্রণয়-সলিল-পূর্ণ স্নিগ্ধ নীলাব্জ § নেত্র;
জিনি মধুকর-পালী ‖ পক্ষ্ম-রাজী বিশালা;
নয়ন-তট অপাঙ্গে, কজ্জলে উজ্জ্বলাভা। ৫।

বিরচিত নব-রত্নে পত্রপাশ্যা ¶ ললাটে;
তপন সদৃশ নিম্নে দীপ্ত সিন্দুর-বিন্দু;
অমল কমল-কান্তি ব্যক্ত আরক্ত গণ্ডে;
তিল-ফুল জিনি নাসা বেশরে বেশ সাজে। ৬।

* কিংবা—কুসুম-মৃদু কৃশাঙ্গী, নাতিদীর্ঘা, ন খর্ব্বা,
অচপল তড়িতাভা মোহিনী গৌরকান্তি,
যুবক-জন-মনোজ্ঞা যৌবনালঙ্কৃত-শ্রী,
স্মর-শর অনুরূপা, পদ্মিনী অগ্রগণ্যা।

† ভ্রমরক—ললাটস্থিত চূর্ণ কুন্তল। ‡ অথবা—পৃষ্ঠ-বাসঃ।
§ কিম্বা—সারঙ্গ নেত্র। ‖ শ্রেণী। ¶ ললাটের আভরণ বিশেষ।

র অধর ওষ্ঠে গঞ্জিছে পক্ক বিম্বে ;
বদন-সুরভি ভারে মন্দতা-প্রাপ্ত বায়ু :
ধবল দশন-মুক্তা, রক্ত তাম্বূল-রাগে,
বিমল মধুর হাসে মাণিকাভা বিকাশে। ৭।

ক্ষণ-বিলসিত-বিদ্যুৎ তুল্য হাস্যচ্ছটাতে,
নয়ন অধর গণ্ডে, সর্ব্বতো ধায় দীপ্তি :
অরুণ উদয় কালে যাদৃশ স্বর্ণ বাতে,
সর, শতদল-জালে, বীচি-মালে সুশোভে। ৮।

কণক-রচিত কাণে রাজিছে কাণ-বালা ;
কলিত ললিত ভাছে নীল-রত্নাবতংস।
সুচিকণ গলদেশে লম্বিতা মোতি-মালা,
হিমগিরি-অবতীর্ণা যাদৃশী জহ্নু-কন্যা। ৯।

মন-মৃগ ধরিবারে, আনত স্কন্ধদেশে,
প্রসরিত *তনু-মুক্তা-জাল সৌন্দর্য্যশালি ;
মসৃণ নলিন-নালে নিন্দিয়া বাহু-বল্লী
নব শশধর-লেখা অঙ্গদে শোভনীয়া। ১০।

হিম-রুচি মণিবন্ধে শোভিছে হেম-বালা ;
করতল উপহাসে পদ্মরাগে সরাগে ;
রসিক-হৃদয়-লোভা অঙ্গুলী চম্পকাভা
খচিত-রতন-মুক্তা অঙ্গুরীয়ে সুযুক্তা। ১১।

---

* ক্ষুদ্র।

যদিচ জড়িত* সম্যক্ সূক্ষ্ম কৌষেয় চোলে,†
বলয়িত মণিহারে পীন বক্ষোজ-চক্র.
জিনি শশধর-বিম্ব ক্ষীণ মেঘান্তরালে,
নিখিল নয়ন মোহে অল্প অল্প প্রকাশে। ১২।

অতিশয় সুকুমার ক্ষাম-নেত্রাভিরাম‡
ত্রিবলি-বলিত নম্র ক্ষীর-কুন্দাভ-মধ্য;
বুঝি উরসিজ-যুগ্মে ভাবি যোগেন্দ্র শূলী,
পশিল সভয় চিত্তে নাভিকূপে অনঙ্গ। ১৩।

রুচির কটি-উপান্তে ইন্দ্রচাপানুকারি
প্রশিথিল কটি-বন্ধে লগ্ন নীলাক্ত বাসঃ।
পৃথুল গুরু নিতম্বে রত্ন-কাঞ্চী বিরাজে,
সুর-করিবর-কুম্ভে, নিন্দি মন্দার-মালা। ১৪।

চরণ-অরুণ বর্ণে লজ্জিছে রক্ত-পদ্মে;
ক্বণিত কখন তাহে স্বর্ণ মঞ্জীর মঞ্জু;
মধুর মধুর ধারা যার সিঞ্জার শব্দে,
মদকল অলিবৃন্দে আসিয়া হারি মানে। ১৫।

* কিম্বা—সুবৃত।

† কাঁচলীতে।

‡ কিম্বা—অতিশয় সুকুমার প্রোজ্জ্বল ক্ষীর-কান্তি,
ত্রিবলি-বলিত মধ্য ক্ষাম নেত্রাভিরাম।

মরি ! মরি ! কি বিচিত্র ! স্বর্বধূ মর্ত্ত্য লোকে !
করি পরিহরি কিম্বা সিন্ধুকন্যাবতীর্ণা !
মদন-মথন দেবে খর্ব্বিয়া দৃষ্টিপাতে,
যুবতি বুঝি অনঙ্গে অঙ্গদানে প্রবৃত্তা। ১৬।

চরমগিরি উপান্তে বারুণী দিগ্বিভাগে,
প্রশমিত কর-জালে বিস্তৃতাস্যে সরাগে,
বিপুলতর-তরঙ্গাকীর্ণ শিপ্রার বক্ষঃ
দিনমণি অনু-রাগে রঞ্জিছে রক্তসারে। ১৭।

ত্রিদশ-জয়-পতাকা তুল্য নীলাম্বরাঙ্কে
সচল জলদ-মালা শোভিছে রক্তবর্ণে ;
কল-কলিত বলাকা* নিম্নভাগে বিরাজে ;
নিরখি গগন-শোভা মোহিতা রাজপত্নী। ১৮।

বিবিধ কুসুম গন্ধে পূর্ণ উদ্যান-রাজী ;
রসিক-মধুপ-পুঞ্জে গুঞ্জি পীযূষ ভুঞ্জে ;
ফুলময় নব নীপে† পাপিয়া মুক্তকণ্ঠে
সুলয় মধুর তানে মোহিছে চিত্ত গানে। ১৯।

* বলাকা, বকপঙ্ক্তি নহে। বলাকা, বক হইতে ভিন্ন ; ইহারা হংস-জাতীয় পক্ষী। See Dr. Hall's Preface to "Vásava-dattá." Page 35.

† কদম্ব বৃক্ষ।

বহু-বিধ গুণ-যুক্তা, গীত বাদ্যানুরক্তা,
অবনি-পতি-বধূরে তোষণার্থে, প্রযত্নে,
সহিত মুরজ বীণা, গায়িকা আলি সঙ্গে
ললিত অমৃত ধারা ঢালিছে কর্ণ-রন্ধ্রে। ২০।

খচিত শশি-সমূহে মণ্ডলাকার পুচ্ছে,
ধ্বনিত-মুরজ-তালে নাচিছে নীলকণ্ঠ;
অবিরল কল-কেকা-নাদ-পূর্ণা বনালী;*
বিকল সকল লোকে পঞ্চবাণে বিমুগ্ধ। ২১।

শ্রবণ, নয়ন, নাসা তৃপ্ত সম্পূর্ণ সদ্যঃ,
সুখ-সুলভ সুনিদ্রা আসিছে নেত্র-পাতে;
কিশলয় উপধানে মস্তক স্থাপি দেবী
মৃদু মলয় সমীরে যান নিদ্রা অবাধে। ২২।

---

* "শিখিকুল-কল-কেকা-নাদ-রম্যা বনান্তাঃ।
সুখিনমসুখিনম্বা সর্ব্বমুৎকণ্ঠয়ন্তি"
ইতি ভর্ত্তৃহরি বিরচিত শৃঙ্গারশতক

*অতঃপরে ভর্ত্তৃহরি ক্ষিতীশ,
প্রীতি প্রফুল্লোজ্জ্বল পাটলাক্ষ,—
তেজঃ প্রভা ব্যক্ত সহাস্য আস্যে,—
ক্রীড়া-বনে আগত সেই খানে। ২৩।

উৎক্রোশ-চঞ্চু প্রতিরূপ নাসা,
ললাট বিস্তীর্ণ, বিশাল বক্ষঃ,
শিরে কিরীট জ্বলদগ্নি-দীপ্তি,
স্বর্ণ-প্রভ শ্রীফল দক্ষ হস্তে। ২৪।

প্রগাঢ় লাক্ষারস-রাগ-রক্ত
প্রিয়া-পদদ্বন্দ্ব নবারুণাভ
স্পর্শে সহর্ষে নিজ পাণিপদ্মে
হরেন রাজা মহিষীর তন্দ্রা। ২৫।

"নিদ্রালসাঙ্গি! ত্যজ ঘোর নিদ্রা,
সব্যগ্র চিত্তে তব বোধনার্থে,
প্রেমাভিলাষী অনুরক্ত ভক্তে
ধরে স্বহস্তে তব অঙ্ঘ্রি-পদ্ম। ২৬।

* এই শ্লোকাবধি এই সর্গের শেষ পর্য্যন্ত উপজাতিচ্ছন্দঃ। এই ছন্দের আদ্যাক্ষর লঘু কিম্বা গুরু, ২, ৪, ৫, ৮, ১০ ও ১১ গুরু ৩, ৬, ৭ ও ৯ লঘু, পাদান্ত্যবর্ণ লঘু থাকিলেও গুরু হইবেক।

"দেখ, প্রিয়ে, চারু দিনান্ত শোভা,
বিশ্রাম আশে খর-রশ্মি-মালী
অস্তাবরোধে পশিছেন ধীরে,
উদীর্ণ-রাগা করি বারুণীরে। ২৭।

"নিদ্রার বেলা নয় এ সুনেত্রে,
পাষাণ-শয্যা ত্যজ কোমলাঙ্গি,
উন্মীলি চক্ষুঃ কর দৃষ্টি রঙ্গে
অপূর্ব্ব কান্তি প্রকৃতি প্রকাশে। ২৮।

"কিবা প্রিয়া-লোচন পক্ষ্মশালি
উন্মীলিছে এ সময়ে মনোজ্ঞ!
যথা তড়াগে, সহ বট্‌পদালী,
উদ্ভিন্ন ইন্দীবর এ প্রদোষে। ২৯।

"দুগ্ধের ফেণাভ সিতাশ্ম-মঞ্চে,
সুপ্তোত্থিতা এখন আলসাঙ্গী!
পদ্মালয়া পদ্মমুখী স্বয়ং কি
সমুত্থিতা ক্ষীর-সমুদ্র হৈতে? ৩০।

"হে দেবি পদ্মে! কমলায়তাক্ষি!
অধীন পানে কর সৌম্য দৃষ্টি,
হৃৎপদ্ম-মঞ্চে বিহরি প্রমোদে.
ভোষ, প্রিয়ে, ভর্ত্তৃহরি-প্রসক্তি। ৩১।

" তুমি, প্রিয়ে হে, মম জীব-যষ্টি,
চক্ষের তারা, হৃদয়ের রত্ন ;
নিরীক্ষণে যার মুখেন্দু-কান্তি
মনের আঁধার পলায় দূরে। ৩২।

" তোমা বিনা হে যত কাল আমি
সিংহাসনারূঢ় ছিলাম, কান্তে,
অপ্রীতি-দাত্রী ছিল রাজলক্ষ্মী,
সংসার নিঃসার হ'ত প্রতীত। ৩৩।

" চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত রাজ-ভোগে,
বিলাস-বাঞ্ছা ছিল না তথাপি ;
সভার মধ্যে রহিতাম একা ;
লোকালয়ে থাকি সদা বিরাগী। ৩৪।

" তোমায় পেয়ে গত সে বিরক্তি ;
নবানুরাগে হ'ল পূর্ণ চিত্ত ;
বসন্ত কালে নব পত্র মালে
শোভে যথা নীরস সর্জ্জ-বৃক্ষ। ৩৫।

" যোগী যথা প্রাপ্ত হলে মহেশে,
দরিদ্র যেরূপ সুবর্ণ-লাভে,
তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি সুমিষ্ট তোয়ে,
তোমায় পেয়ে তত তৃপ্ত আমি। ৩৬।

" যবে শুভে দূত মুখে ত্বদীয়
রূপ প্রশংসা শুনিয়া, সহর্ষে
তবালয়ে উত্তরিয়া, স্বচক্ষে
অপূর্ব্ব শোভা করিলাম দৃষ্টি । ৩৭ ।

" তৎকাল আমার মনের মধ্যে,
অভূত-পূর্ব্ব প্রণয়-প্রবাহ,
অনল্প বেগে বহিয়া অবাধে,
সুধায় আপ্লাবিল এই পৃথ্বী । ৩৮ ।

" প্রভায় উদ্যোতিল দিগ্ দিগন্ত,
স্বর্গের শোভা ধরিলা ধরিত্রী ;
স্বভাব-আস্যে হ'ল দীপ্ত হাস্য ;
আনন্দ উদ্ভাসিল সর্ব্ব লোকে ।

" ক্ষণৈক মধ্যে হ'ল এই দেহে
নবীন আত্মা, নব-জাত তেজঃ ;
পূর্ব্বের জাড্য ক্ষয় হৈল সদ্যঃ ;
উৎসাহ উদ্রিক্ত পুনঃ মনেতে । ৪০ ।

" সে দণ্ড হৈতে বুঝিলাম আমি,
এ মর্ত্ত্য ধামে শুধু সার নারী,
দেবের মধ্যে স্মরদেব মান্য,
সীমন্তিনী-প্রেম অমূল্য রত্ন । ৪১ ।

"সে দণ্ড হইতে, হৃদি মন্দিরেতে,
তোমায় কান্তে, অধিদেবতা-বৎ,
বসাইয়া, আপন চিত্ত-বিত্ত
দিলাম নৈবেদ্য তবাঙ্ঘ্রি-পদ্মে। ৪২।

"একাল পর্য্যন্ত ভবোপযুক্ত
পূজা প্রদানে ছিলনাক শক্তি,
অদ্য, প্রিয়ে, কিন্তু বিধি প্রসন্ন,
মিলাইলা এক অপূর্ব্ব বস্তু। ৪৩।

"প্রফুল্ল নেত্রে কর দৃষ্টি, রম্যে,
আমার হস্তে, তব যোগ্য ভোগ্য
অমর্ত্ত্যবল্লী-ফল এই রাজে,
আস্বাদ যাহার জরা নিবারে। ৪৪।

"অনেক কালের তপঃ প্রভাবে
জনৈক যোগীশ্বর, দৈবযোগে,
এ শ্রীফল প্রাপ্ত হয়ে অভীষ্টে,
দিলেন আমায় অনুগ্রহেতে। ৪৫।

"হে নর্ম্মদে! যৌবন-ভূষিতাঙ্গি!
যোগি-প্রসাদে ধর ভক্তি ভাবে,
শুভক্ষণে ভক্ষ সুখে ইহারে,
রবে চিরায় স্থির যৌবনেতে। ৪৬।

" ক্ষীণাঙ্গ তারাপতি কৃষ্ণপক্ষে,
সরোজিনী ম্লানমুখী প্রদোষে,
শোভা-হৃতা স্ত্রীগণ যৌবনান্তে ;
দৃষ্টে নহে কে পরিতপ্ত-চিত্ত ? ৪৭ ।

" অপূর্ব্ব শোভা তব আস্য-পদ্মে
বিলোকিয়া, দুঃসহ দুঃখ ভারে,
বনান্তরালে কত কাঁদিয়াছি,
ও মোহিনী শ্রী হরিবেক কালে ! ৪৮

" সে খেদ আমার সমাপ্ত আজি,
কালের চিন্তা সব হৈল অস্ত ;
বিশ্বস্ত চিত্তে ফল ভক্ষ, কান্তে,
তারুণ্য-ভোগে রহিবে চিরায়ুঃ। ৪৯।

" না রৈল আমার সুখের সীমা :
যে রূপ-লাবণ্য অতুল্য লোকে,
প্রতিক্ষণে যা হৃদয়ে বিরাজে,
সমান ভাবে রহিবেক তাহা। ৫০।

" লয়ে, প্রিয়ে, এই অপূর্ব্ব ডালি,
দাসে পুরস্কার করা বিধেয় ;
সুধা ফলাস্বাদ বিনিন্দি মিষ্ট,
প্রেমাদরে তোবহ আশ্রিতেরে। ৫১

" লজ্জায়, কান্তে, নিজ বক্ত্র-কান্তি
চেলাঞ্চলে ঢাকিছ হে কি জন্যে ?
আদিত্য-অস্তে বিধু শুক্ল-পক্ষে
রহে কি সঙ্গোপিত অম্বরেতে ? ৫২ ।

" পত্রের আড়ে ভ্রমরের কাছে
ছাপা কি থাকে কুসুমের গন্ধ ?
কতক্ষণ গ্রাসি সুধাংশু-বিম্ব
প্রবঞ্চনা রাহু করে চকোরে ? ৫৩ ।

" লাবণ্য-বাপী তুমি হে বরাঙ্গি !
আমার চক্ষুঃ শুধু এই জন্যে,
ও রূপ-শোভা যত বার পীয়ে,
ইহার তৃষ্ণা তত পায় বৃদ্ধি । ৫৪ ।

" উন্মীলিয়া দীপ্ত অসংখ্য নেত্র,
আকাশ দেখে তব অঙ্গ-শোভা ;
*প্রদীপ-মালায় তথা বনালী
বিমুগ্ধ ভাবে রয় নির্নিমেষে । ৫৫ ।

* অনেকানেক স্থানে রাজার অন্তঃপুরস্থ বিহারোদ্যান সন্ধ্যাকালে দীপাবলীতে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ।

" দেখ প্রিয়ে, চঞ্চল গন্ধবাহ,
শিপ্রার বক্ষে রচি ঊর্ম্মিমালা,
সঞ্চালিয়া কুন্তল-জাল গালে,
চুম্বে অবাধে তব বক্ত্র-বিম্ব । ৫৬ ।

" তথা কলাপ মরন্দ লোভে,
ঝঙ্কারিছে ঐ বদনারবিন্দে ;
তবে কি জন্যে তুমি এই দাসে
বিড়ম্বিছ, প্রেয়সি, আস্য ঢাকি ? ৫৭ ।

" বিষাক্ত তোমার কটাক্ষবাণে
করেছ নাথে মৃতকল্প, কান্তে !
বাঁচাইবে যদাপি হে ইহারে
সুধামিয়া দেহ উদার চিত্তে । ৫৮ ।

" করাঙ্গুলী নাড়ি, মৃদুস্মিতাস্যে,
মিছা নিবার প্রণয়ী প্রিয়েরে !
না জান পুষ্পাসব-পান লোভে,
সহে লতা-তাড়ন ধীর ভৃঙ্গ । ৫৯ ।

"ভ্রূভঙ্গি তোমার বিচিত্র তন্বি,
বাড়াইছে আগ্রহ চিত্ত মধ্যে ;
যথা রসাঢ্যা মুখ-ভঙ্গি-যুক্তা
তরঙ্গিনী সঙ্গম সিন্ধু বাঞ্ছে । ৬০ ।

"চান্দ্রী সুধা শুদ্ধ চকোর হেতু,
দ্বিরেফ জন্যে নলিনী-মরন্দ,
মেঘের ধারা শুধু চাতকার্থে,
কান্তাধর শ্রেষ্ঠ জনের জন্যে।" ৬১।

রাজার বাণী শুনিয়া, সলাজে,
কার্য্যচ্ছলে স্মেরমুখী সখীরা,
উঠে গিয়া, বৃক্ষগণান্তরালে
রহে সবে কৌতুক দর্শনার্থে। ৬২।

দাসী সমক্ষে পরিহাস বাক্যে,
ভূপাল-পত্নী অপমান বোধে,
অধোমুখেতে রহিলেন খেদে;
রাকা শশী যাদৃশ রাহু-তুণ্ডে। ৬৩।

তরঙ্গিয়া তাঁর সুচারু বক্ষঃ
নিশ্বাস বাত্যা বহিল প্রচণ্ডে;
মুহুর্মুহুঃ কম্প ধরে শরীরে;
স্বেদাম্বুতে আর্দ্র সমস্ত বস্ত্র। ৬৪।

অপূর্ব্ব মানের প্রভাব দৃষ্টে,
চমৎকৃত-প্রায় হয়ে নরেন্দ্র
চিন্তেন চিত্তে, কি উপায়-যোগে
এ ঘোর দায়ে হইবেন মুক্ত। ৬৫।

প্রচণ্ড কোপানিল-ঘূর্ণ্যমানা
মানের আ: দুগতা তরীরে
উদ্ধারিতে, ব্যাকুল অন্তরেতে
করেন চেষ্টা নৃপ কর্ণধার। ৬৬।

" ত্যজ, প্রিয়ে, মানিনি, মান-পীড়া;
নহে উহা ও হৃদয়ের যোগ্য;
পরের দুঃখে হয় দীর্ণ যাহা,
মানাগ্নি তাহা সহিবে কি রূপে? ৬৭।

" এ সেবকেরে তুমি জান না কি?
সদা সযত্নে প্রিয়-কার্য্যকারী;
তবে কি জন্যে বিপরীত ভাবি
আমায়, বামে, তুমি আজি বামা? ৬৮।

" অদৃষ্ট আমোদ-রস-প্রসঙ্গে,
বিরক্ত-ভাবা হইলে কি হেতু?
সুধাশয়ে মন্থি পয়ঃসমুদ্র,
আমার ভাগ্যে বিষ মাত্র লব্ধ! ৬৯।

" সুস্বাদু-তোয়া বিমলা নদীতে,
পিপাসিত ব্যগ্রমনা গজেন্দ্র,
নামি প্রদোষে, জল-পান আশে,
পঙ্কাকুলা হা! করিলেক তারে। ৭০।

"প্রত্যেক কুঞ্জে মধুলেহি-পুঞ্জে
অজস্র পুষ্পাসব ভুঞ্জি গুঞ্জে;
সমস্ত কামী রস রঙ্গ-গামী;
দুর্ভাগ্যতঃ বঞ্চিত শুদ্ধ আমি। ৭১।

"বারেক ঊর্দ্ধে করিয়া সুদৃষ্টি
দেখ প্রিয়ে, নব্য শশী সরাগে
সমস্ত লোকের বিনোদি চক্ষুঃ
প্রাচী-বধূ-আস্য মহাস্য চুম্বে। ৭২।

"তথাপি তাহে হইয়া অতৃপ্ত,
নিশীথিনী-কান্ত নিতান্ত ধৃষ্ট,
সরোবরে শুভ্র কর প্রসারি,
জাগাইছে সুপ্ত-কুমুদ্বতীরে। ৭৩।

"তারা সমূহে গগনাঙ্গনেতে
বিলোকি নাথের বিদগ্ধ লীলা,
তথাপি তারে ক্ষমি তার পার্শ্বে
বিরাজিছে দেখ অখিন্ন চিত্তে। ৭৪।

"যথার্থ দোষী হইলেও* কান্ত,
নহে কদাচিৎ তবু বর্জনীয়;
"দোষাকরে" প্রাপ্ত হয়ে ত্রিযামা
জ্যোৎস্না চ্ছলে হাস্য করে কি না হে? ৭৫

* এস্থলে বাঙ্গালা ভাষার প্রথানুসারে "ও" হ্রস্ব বর্ণ হইয়াছে।

"এ কান্ত একান্ত তবানুরক্ত,
কিসে হ'ল ক্রোধ-বিরক্তি-পাত্র?
লাবণ্য-ধন্যে, বলনা কি জন্যে
প্রসাদ-দীনা হইলে শরণ্যে? ৭৬।

"বিচিত্র তোমার চরিত্র, কান্তে!
নেত্রের নীরে দহিতেছ চিত্ত,
তোমার নিশ্বাস বহে অধীরে,
অন্যের বক্ষঃ বিদরে উহাতে। ৭৭।

"নিতান্ত মোরে যদি ভাব দোষী,
কি হেতু মৌনে রহিয়াছে রাণি?
তিরস্ক্রিয়া, বা চরণ প্রহারে,
কর, প্রিয়ে, দণ্ড মনের সাধে!" ৭৮।

আকর্ণনে এই বিদগ্ধ বাণী,
না থাকিতে পারি নৃপাল-পত্নী,
অধীর চিত্তে, উপরোধ ছাড়ি,
সগর্ব্ব ভাবে কহিলেন ভূপে।। ৭৯।

"দোষের চেয়ে, তব বক্র বাক্য
নিতান্ত আমার বুকে অসহ্য;
অস্ত্রের-ঘাতে নয় সেই কষ্ট,
যে কষ্ট কাঁটা ফুটিলে শরীরে। ৮০।

"না জানি কীদৃক্ পুরুষের চিত্ত,
স্বার্থের জন্যে পর-মর্ম্ম-ভেদী;
ক্রীড়ায় উন্মত্ত দুরন্ত হস্তী
ভাঙে অদোষে বিটপীর শাখা ॥ ৮১ ॥

"ব্যাধের হস্তে হরিণী যথা হা!
সরোজিনী বা করিরাজ-শুণ্ডে,
রাকা যথা ঘোর ঘনের জালে,
নারী তথা নির্দ্দয়-নাথ-অঙ্কে ॥ ৮২ ॥

"যে বাহু-দণ্ডে অরি-সৈন্য কাঁপে,
অযোগ্য তাহা অবলাবমর্দ্দে,
মাতঙ্গ-কুম্ভ-ক্ষয়কারি-সিংহ
কোথা বিদারে শশকীর অঙ্গ?" ৮৩।

ইহা বলি ক্ষান্ত হলেন রাণী,
বস্ত্রাঞ্চলেতে মুচিলেন বাষ্প।
অতঃপরে ধীর বিদগ্ধ রাজা
আবার তাঁরে কন মিষ্ট ভাষে। ৮৪ ।

"আমায় পীযূষ রসের তুল্য
সুমিষ্ট লাগে তব রুষ্ট বাক্য;
মৌনের চেয়ে কটু-ভাষ ভাল,
উষ্ণোদকে তন্বি নিবায় বহ্নি। ৮৫ ।

"শক্তি-স্বরূপা তুমি কাম-শক্তি,*
কটাক্ষ মাত্রে পৃথিবী-বিজেত্রী,
গিরীন্দ্র-যুগে ধরিয়াছ বক্ষে,
তবে কিরূপে 'অবলা' বলায়ে। ৮৬।

"আমার আজি গ্রহ সর্ব্ব রুষ্ট,
আশা-লতাতে ফলিছে নিরাশা,
ননীর আশে মথি দুগ্ধ-রাশি,
পেলাম, কান্তে, সুধু তীব্র তক্র।" ৮৭।

রাণীর একে ছিল মান ভারি,
বাক্-চাতুরীতে হল বৃদ্ধি আরো;
তা দেখিয়া ব্যস্ত হয়ে নরেন্দ্র
বিনীত ভাবে ধরিলেন পায়ে। ৮৮।

যথা ঝড়ে তাড়িত মেঘরাশি,
নৃপাঙ্গনা-কোপা লুকাল তূর্ণ;
সসম্ভ্রমে সাশ্রু-মুখী নতাঙ্গী
ধরেন রাজার কর স্বহস্তে। ৮৯।

মানাবসানে মহিষীর আস্য
আশ্চর্য্য শোভা ধরিল স্বভাবে;
শরন্নিশাতে ঘন-জাল-মুক্ত
যথা বিরাজে তুহিনাংশু-বিম্ব। ৯০।

---

* তাস্ত্র বিশেষ।

বাষ্পাকুলা গদ্ গদ ভারতীতে
কহেন রাণী অবনীর নাথে,—
"ক্ষম প্রভো প্রেম-বিবাদ-জল্প,
দাসীজনে রাখ পদারবিন্দে। ৯১।

"পরীক্ষিতে হে তব ভালবাসা,
মানানল জ্বালিনু আমি রাজন্ !
যথা যথার্থানুভবের জন্যে,
হিরণ্য-রেতায় দহে হিরণ্যে। ৯২।

"তোমার বৈদগ্ধ্য সুগোচরাশে,
রসাল ভাষা শ্রবণাভিলাষে,
দেখাইয়া কৃত্রিম কোপ, রাজন্ !
ছিলাম মৌনে অতি ঘোর মানে। ৯৩।

"পরে মনে ভাবিনু, সখ্য-সূত্র
মানের টানে যদি যায় খণ্ডি,
আবার তারে যুড়িবার কালে,
নিদারুণ গ্রন্থি হবে অবশ্য। ৯৪।

"এতক্ষণে সে ভয় হৈল অন্ত,
মানের মান প্রিয় রাখিলে হে,
নিতান্ত বাঞ্ছা তব অঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রেমের ডোরে রহি আমি বাঁধা।" ৯৫।

সুতান বংশীধ্বনি নিন্দি মিষ্ট
রাণীর বাণী শুনিয়া প্রমোদে,
রসাভিলাষে, পরিহাস ভাবে,
তাঁরে সহাসে কন পার্থিবেন্দ্র। ৯৬।

"এন্থি স্বরূপে প্রণয়েক্ষু দণ্ডে,
মানের আস্বাদ সুধার তুল্য,
ক্রীড়ার কোপে অপরূপ শোভা
ধরে সুনেত্রে তব কুঞ্চিত ভ্রূ। ৯৭।

"বাষ্পাম্বুবর্ষী ঘন-জাল-রূপী
স্বভাবতঃ মান বটে অহৃদ্য,
তথাপি তোমার সুবক্র ভঙ্গী
শক্রায়ুধশ্রী প্রকটে উহাতে। ৯৮।

"কিবা তদা লোচন-লোভনীয়া
ছবি প্রকাশে তব গাত্র-যষ্টি,
আকুঞ্চনে পুষ্পধনুঃ স্বরূপা,
নম্রীকৃতা স্বেদ-মধু প্রসেকে।" ৯৯।

ইহা কহি, ক্ষমাপতি মুগ্ধচিত্তে,
দেবী সহ, প্রীতি-সমুজ্জ্বলাস্যে,
মদালসে মত্ত-গজেন্দ্র-গামী,
আবাস-সৌধে চলিলেন রঙ্গে। ১০০।

ইতি ভর্ত্তৃহরি কাব্যে অমরফলপ্রদানো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

*বিনাশিয়া ধ্বান্ত, বিভূষিয়া দিশা,
বিকাশিয়া পদ্ম, বিভাসিয়া মহী,
মরীচিমালী, জিনি কুঙ্কুমচ্ছটা,
সহাস্য আস্যে উঠিলেন অম্বরে। ১।

সুকোমলাঙ্গী, হিমহার-ভূষণা,
উষা নবোঢ়া, বিকচাম্বুজাননা,
অপূর্ব্ব-তেজা অবলোকি ভাস্করে,
ত্বরায় শঙ্কায় পলায় পশ্চিমে। ২।

সুগন্ধ-নিশ্বাসবতী ভয়াকুলা
প্রিয়ার কাতর্য্য নিবারণাশয়ে,
প্রভাকর, ব্যগ্র কর প্রসারিয়া,
পিছে পিছে যান অধীর মানসে। ৩।

অনন্তশোভা অলকায় নিন্দিয়া,
ধরা-প্রসিদ্ধা নগরী অবন্তিকা,
বিলোল-সিপ্রা-লহরী-বিভূষিতা,
নবাতপে অদ্য অপূর্ব্ব শোভিছে। ৪।

---

* এই শ্লোকাবধি ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত বংশধ্বনি ছন্দঃ। এই ছন্দে প্রত্যেক পাদে ১২টী অক্ষর; তন্মধ্যে ১, ৩, ৬, ৭, ৯, এবং ১১ লঘু; আর ২, ৪, ৫, ৮, ১০ ও ১২ গুরু।

গৃহাঙ্গন প্রায় সদা পরিষ্কৃত,
প্রভূত রথ্যা অতি দীর্ঘ বিস্তৃত ;
সুপণ্য-সম্পন্ন অগণ্য আপণে,
ক্রমে জনারণ্য দিবার আগমে। ৫ ।

সুনির্ম্মিত প্রস্তর ইষ্টকে কিবা
ধনাঢ্যবৃন্দের বিচিত্র আলয়।
গৃহের চূড়ায় কপোত-কূজিতা
বিটঙ্ক-বীথী নয়নানুরঞ্জিকা। ৬।

গবাক্ষ মার্গে তরুণারুণ প্রভা
প্রবেশিয়া রম্য হিরণ্য জালকে,*
অনঙ্গ-সেবায় নিশান্ত-শায়িনী-
প্রমোদিনীদের সুষুপ্তি ভাঙ্গিছে। ৭।

পুরান্ত-ভাগে নব-পুষ্প-ভূষিতা
বিরাজমানা কত পুষ্প-বাটিকা ;
বিহঙ্গনাদে, মধুলেহি-নিস্বনে,
কদম্ব-আম্রাদি-নিকুঞ্জ গুঞ্জিছে। ৮।

কিবা মহাকাল-শিবের মন্দিরে
সুগন্ধি ধূপে উঠিছে ঘনাবলী !
বিষাণ-ঘণ্টা-পটহাদি-বাদনে,
মুহুর্ম্মুহুঃ সঞ্চরিছে প্রতিধ্বনি ! ৯ ।

* কিম্বা—প্রবেশিয়া কাঞ্চন-জাল অন্তরে,
অথবা, স্বর্ণ জালে ঢুকিয়া সখী মত।

তথায় উৎফুল্ল- সরোজিনী-রজে
সুগন্ধিনী-*গন্ধবতী তটোপরি,
বিরাজিছে সুন্দর কেলি-কানন,
প্রভাত-বাতে মৃদু-ধূত পল্লবে। ১০।

সুচারু সিপ্রার ললাট ভূষিয়া,
শিলায় গাঁথা কত ঘাট শোভিছে;
যথায় কক্ষে করি বারি-গাগরী,
হরে কটাক্ষে জন-চিত্ত নাগরী। ১১।

নদীর নীরে প্রতিবিম্বিত-ছবি
প্রজাধিপান্তঃপুর রম্য-দর্শন;
উপান্তভাগে ঘনপত্র ভূষণে,
অপূর্ব্ব কান্তি প্রমদাবনে ধরে। ১২।

হিমালয় প্রায় সমুন্নতাকৃতি,
ক্ষিতীশ-সৌধালয়-রাজি রাজিছে;
যথায় চিত্রীকৃত দূর-লক্ষিত
প্রকাণ্ড ইন্দ্রায়ুধ-বর্ণ তোরণ। ১৩।

তথায় ভীমাসিত-বর্ম্ম-ভূষিত,
প্রচণ্ড আভাময় চক্র মস্তকে,
সবিদ্যুতাগ্নি প্রলয়োন্মুখাভ্রবৎ,
কৃপাণ-পাণি প্রহরি-ব্রজে ভ্রমে। ১৪।

---

*গন্ধবতী—মহাকালের মন্দিরের নিকটস্থ ক্ষুদ্র খালের নাম

মহীধরাকার শরীর পীবর,
প্রমৃষ্ট ভিন্নাঞ্জন-সন্নিভ-দ্যুতি,
অজস্র আস্ফালিত কর্ণ-মণ্ডল,
প্রকাণ্ড দন্ত ক্ষম বপ্র-ভেদনে। ১৫।

ইতস্ততশ্চালিত শুণ্ড ভীষণ,
প্রচণ্ড বজ্রোপম বৃংহিত ধ্বনি,
বিরাজিছে তোরণ-পার্শ্ব শোভিয়া
প্রভিন্ন*-যূথ প্রতিবদ্ধ শৃঙ্খলে। ১৬। যুগ্ম

সমীপবর্ত্তী পট-মণ্ডপে স্থিত,
প্রযত্নতঃ রক্ষক-বর্গ-সেবিত,
বনায়ু-দেশী কত শুভ্র ঘোটকে
গভীর হেষায় খনে ক্ষুরে ক্ষিতি। ১৭

সুরম্য হর্ম্ম্যাবলি হেম-শেখরা
নবাতপে তুচ্ছ করে সুমেরুরে;
অলক্ত-পীতাদিক-রাগ-রঞ্জিতা
উড়ে পতাকা জিনি বারিদচ্ছটা। ১৮।

বিশাল বিস্তীর্ণ সমাজ-মণ্ডপে,
হরাদ্রি-শোভা প্রকটে সিতোপলে।
খিলান-রাজী, কৃত নীল-পাথরে,
ধরে নভোমণ্ডল-সন্নিভ-চ্ছবি। ১৯।

---

* মত্ত মাতঙ্গ।

বিনির্ম্মিত শ্বেত-পিশঙ্গ মর্ম্মরে
অগণ্য সোপান বিচিত্র দেখিতে ;
শিলাময় শ্যামল নীল চত্বরে,
অপূর্ব্ব যন্ত্রোত্থিত বারি বর্ষিছে। ২০।

সুনির্ম্মল স্ফাটিক-কাচ-গাঁথনি
প্রভাময় স্তম্ভগণে মনঃ হরে ;
সুমার্জ্জিত শ্বেত শিলার কুট্টিমে
ছটায় নিন্দে শরদের পূর্ণিমা। ২১।

প্রবাল্য গোমেদক আসনোপরে
সভায় আসীন অনেক ভূপতি ;
সুদীপ্ত যাঁদের কিরীট-মণ্ডল
প্রভা-বলে বৃদ্ধি করে দিবা-বিভা। ২২।

সমাজ মাঝে কলধৌত-নির্ম্মিত
প্রধান মঞ্চে, বহুমূল্য আসনে,
নিষণ্ণ আদিত্য-সমান-বিক্রম
প্রতাপবান্ উজ্জয়িনী-মহীপতি। ২৩।

উডু-ব্রজে বেষ্টিত চন্দ্রমা যথা,
নগেন্দ্র মধ্যে কনকাদ্রি মেরু বা,
অমর্ত্ত্য মাঝে অথবা শচীপতি,
ক্ষিতীশ্বরে তেমতি মালবাধিপ। ২৪।

কৃশানুতেজঃ মুকুট জ্বলে শিরে,
শ্রুতি-দ্বয়ে কুণ্ডল চন্দ্রমাকৃতি,
সুবর্ণ পীঠে পদ-যুগ্ম অর্পিত ;
প্রভাত সূর্য্যের করে জবা যথা। ২৫।

হিরণ্য-দণ্ড-স্থিত, মস্তকোপরে
সুনির্ম্মল শ্বেত বিতান রাজিছে ;
যথায় মুক্তাফল-যুক্ত ঝালরে
ধরে মহীপের যশঃ সম প্রভা। ২৬।

বিচিত্রবেশা কত বারসুন্দরী,
বৃহন্নিতম্বা, মণি-দাম-মেখলা,
করে লয়ে কাঞ্চন-দণ্ড চামর,
প্রফুল্ল আস্যে ব্যজনে সুতৎপরা। ২৭।

তথা রণৎ-কঙ্কন-শিঞ্জিত-ধ্বনি
দ্বিরেফ বৃন্দে করিছে তিরস্কৃয়া।
বিলাসিনীদের বিশাল বীক্ষণে
শিলীমুখে তাই রহে লুকাইয়া। ২৮।

কদাচ ভাটে, সমুদাত্ত সুস্বরে,
নব প্রবন্ধে নৃপ-বন্দনা করে ;
কদাচ বন্দী কর যোড়ি সম্মুখে,
ধরাধিপেন্দ্র-স্তুতি গাইছে সুখে। ২৯।

ভাট-কৃত বন্দনা।

* 'রাজকুলেন্দ্র যশের ছটা তব কুন্দ করীন্দ্র নগেন্দ্র জিনে,
দেখি সুধাংশু সলজ্জ মনে বুঝি আপন আস্য লুকায় দিনে।
কেহ কহে উড়ুপের শুধু প্রতিবিম্ব বিরাজ করে গগনে,
আপনি সে দশ খণ্ড হযে শরণাগত সম্প্রতি ও চরণে। ৩০।

" সূর্য্য-সুধাকর-বংশ সম-প্রভ অগ্নি-কুলে তুমি জন্ম নিয়া,
অক্ষয় নাম নিলে প্রমরেশ্বর নাস্তিক বৌদ্ধ দলে দলিয়া;
আদি যুগে ধরি মীন কলেবর উদ্ধরিলা হরি বেদ যথা,
এ কলিতে তুমি ভর্ত্তৃহরে পরিরক্ষ কৃপায় উহায় তথা। ৩১।

" চিত্ত সুশাম, অসীম পরাক্রম, বিক্রম-রাজ-সহোদর ধন্য,
ইন্দ্র, উপেন্দ্র সমান দু-ভাই উদাহরণ স্থল নাহিক অন্য।
সিন্ধু-নদের তটে বসুধাধিপ‡ শাসি সমস্ত বিজাতি দুরন্তে
দুর্জ্জয় দুর্গ বিনির্ম্মি তথা করিলে নিজ কীর্ত্তি-বিকাশ
[দিগন্তে। ৩২ §।

---

* এই ছন্দের নাম 'মদিরা'। ইহার আদ্য অক্ষর গুরু আর সমুদায় তোটকের মত। তোটকের দুই চরণে ইহার এক চরণ কেবল আদ্য দুইটী হ্রস্ব অক্ষর ইহাতে নাই।

† "প্রমরেরই সমস্ত পৃথিবী" ইহা প্রসিদ্ধ।

[*See* TODD's *Rajesthan*, pp. 776]

‡ সিন্ধু-নদের তটে সেহবান নামক গ্রামে রাজা ভর্ত্তৃহরির ভগ্ন-গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

§ ৩২ সংখ্যক শ্লোকাবধি ৩৯ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত হিন্দি ভাষার "কবিংছন্দ"। ইহা পূর্ব্বোক্ত মদিরা ছন্দের মত কেবল শেষে একটী গুরু অক্ষর অধিক।

"বিক্রম-সূর্য্য-করে নরনাথ বিকাশি সুকীর্ত্তি-সিতাম্বুজিনীরে
স্থান দিয়া তুমি তারি দলে, করিলে অচলা কমলা জননীরে।
রঙ্গভরে সতিনী খুজিতে উপনীত হয়ে তব সন্নিধি বাণী
বদ্ধ হয়ে তব কোটি গুণে রহিলা রসনায় সুখাসন মানি।৩৩।

"প্রাণ-সমা বনিতা-বিরহে জগতে রহিতে স্থির কেহ কি পারে?
ক্ষুণ্ণমনে পুরুষোত্তম আপনি দারু হয়ে রন সাগর ধারে।
শুভ্র সুনির্ম্মল কীর্ত্তি পুনঃ তব দেখি মনে হইয়া অভিমানী,
ক্ষার মলীমস হৈল পয়োনিধি, তা হইতে লবণাম্বুধি জানি।৩৪।

"ভূপ, কিবা তব রূপ মনোহর! দেখি ভুলে যত রাজকুমারী;
আস্য সহাস্য সুদৃশ্য বিলোকি বিকস্বর পঙ্কজ মানিল হারি।
অঙ্গ-বিভা অবলোকি অনঙ্গ বিষণ্ণ মনে বপুরে পরিহারে;
হেরি সু-বর্ণ সুবর্ণ তথা পড়িয়া দহনে নিজ লাজ নিবারে।৩৫।

"ফুল্ল বিশাল সমুজ্জ্বল লোচন, পাটল পঙ্করুহচ্ছবি নিন্দে,
বজ্র-সমান বিপক্ষ-দলে, ফুলবাণ হয়ে রমণী-মন বিন্ধে;
চন্দন-অর্দ্ধসুধাকর সুন্দর উন্নত আয়ত চারু ললাটে।
হেরি মহোজ্জ্বলদীপ্তি সদা অরি-রাজগণের ভয়ে বুক ফাটে।৩৬

"মাণিক তুল্য তবাধর পল্লব; গারুড় চঞ্চু বিনিন্দিত নাসা;
শ্মশ্রু বিলোকি মনে হয় যেন মুখাম্বুরুহে ভ্রমরাবলি বাসা;
স্কন্ধ অনল্প, কঠোর, সুদৃশ্য, মহাবলবোধক দর্শন মাত্রে;
শম্ভু মনে গিরিরাজ-সুতা সম পীত দুকূল বিরাজিত গাত্রে।৩৭

'কুঙ্কুম মর্দ্দিত, চন্দন চর্চ্চিত, শোভন, পীন, সুবিস্তৃত বক্ষঃ;
ন্মথ-ভিন্ন বলী বল কে করিতে উপযুক্ত উহা প্রতি লক্ষ্য?
াল সমান বিশাল মহাভুজ; যার ভয়ে রিপু-মণ্ডল কাঁপে,
।,কুল-মানস মর্জ্জনে শুনি ভীষণ টঙ্কন-নিস্বন চাপে।৩৮।

'যদ্যপি শেষ সহস্রমুখে তব কীর্ত্তি রটে দ্রুত ভাষি অজস্রে,
শেষ করা তবু ভূপতি-শেখর, সাধ্য নহে কভু বর্ষ সহস্রে।
ঈদৃশ কীর্ত্তি-সদম্বক-কীর্ত্তন মাদৃশ হীন-জনের কি খাটে?"
াঙ্গ কহে,"নরপাল,কৃপাল,নিজের গুণে ক্ষম অক্ষম ভাটে।"৩৯

বন্দিকৃত বন্দনা।

*"তিমির বিনাশন, অম্বর-ভূষণ, যেমন দীধিতি-মালী,
হৃদন-তমোহর, সকল-গুণাকর, তুমি নৃপ বিক্রমশালী।
দিনমণি-রঞ্জন-কারণ ধারণ পদ্মিনীর যত দীপ্তি,
গ্রহগতি-ভাগ্য ধরাধিপ ধর তুমি পদ্মিনীর পরিতৃপ্তি।৪০।

"দুর্জ্জন মর্দ্দন, সজ্জন বর্দ্ধন তব বল ভূতল জানে;
মুখর 'শিলীমুখ' ধায় সদা তব অরিমুখ-পঙ্কজ পানে।
অচির-বিভা সম, চপল বধ-ক্ষম, অসি তব যত্র বিভাসে,
রিপু-ললনাগণ তত্র অনুক্ষণ নয়ন-জলে সুধু ভাসে।৪১।

---

* এই ছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী। গীত গোবিন্দে ইহা প্রচুর রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে দুইটী লঘু অক্ষর একটী গুরু অক্ষরের তুল্য।

" কীর্ত্তি সমন্বিত বিপুল ভার তব বুঝিতে অতি অভিলাষী,
সূর্য্য সুধাকর উড়ুগণ সহ মিলি তুলায় চাপিল আসি ;
কিন্তু তুলে বসি সত্বর গগনে উঠিল সবে লঘিমাতে,
তুমি সুধু, ভূমিপ, ভূমিতলে রহিলে নিজ গুরু মহিমাতে।৪২

" প্রতাপ-রবি তব শশিশেখর-গিরি তাপিল যদি প্রকাশি,
জিনি তিনপথগা* কীর্ত্তি-নিম্নগা যদ্যপি ডুবাল কাশী,
ব্যাকুল অন্তর বনিতা সহ হর আগত তব আগারে :
তুমি হৃদি-ভবনে নিলে ত্রিনয়নে, অন্নদায় ভাণ্ডারে। ৪৩।

" ভুজযুগ শস্ত্রে, রসনা শাস্ত্রে, কর তব দানে সাজে ;
জ্যোতিঃ বদনে, অপ্সর মদনে, বিদ্যুৎ নয়নে রাজে।
শ্রুতিযুগ-রঞ্জন, কোকিল-গঞ্জন, অমিয়া জিনি তব ভাষা
শ্রীমুখ-নির্গত নীতি-বাক্য যত শুনিতে সবারি আশা। ৪৪।

" ষোল-কলা-ধর বিধু জিনি সুন্দর তুমি চৌষট্টি কলাতে ;
দাশরথী মত, দৃঢ় সত্যব্রত, নারে কেহ টলাতে ;
বলি সম দানে, সুরপতি মানে, দীপ্তানল তুমি বীর্য্যে,
শিখরী স্থৈর্য্যে, ধরণী ধৈর্য্যে, রত্নাকর গাম্ভীর্য্যে।" ৪৫।

† এ হেন কালে প্রতিহার-রক্ষী,
কৃষ্ণ-দ্যুতি, স্থূল-বলিষ্ঠ-দেহা,
শুক্লাম্বরা, সংযত-কেশ-পাশা,
উপাগতা দিক্‌করিণীর তুল্যা। ৪৬।

* ত্রিপথগা—গঙ্গা। † এই শ্লোক অবধি ৭৫ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত উপজাতিচ্ছন্দঃ ইহা বলা বাহুল্য।

সীমন্তিনীবৎ নয় তার রীতি ;—
কৌক্ষেয়কে শোভিত বামপার্শ্ব,
হস্তে বিরাজে ঋজু বেত্রবল্লী,
জবার আভা মদ-ঘূর্ণিতাক্ষি। ৪৭।

কূর্পাসকে বদ্ধ বিশাল বক্ষঃ
নিন্দে সমালোে করিরাজ-কুম্ভে ;
ধরাধর প্রায় বৃহন্নিতম্ব
পদে পদে শিঞ্জিত মেখলাতে। ৪৮।

আস্থান মধ্যে, অধিপের অগ্রে
আসি প্রচণ্ডা, বসি জানু পাতি,
মাথা নুয়ায়ে, করি যোড় হস্ত,
নিবেদিল স্পষ্ট গভীর ভাবে। ৪৯।

"দেব প্রজানাথ রবিপ্রতাপ!
বারাঙ্গনা এক অনুজ্জ্বল-শ্রী
দ্বারে স্থিতা ক্ষুদ্র করণ্ড হস্তে,—
নিতান্ত বাঞ্ছা তব দর্শনার্থে।" ৫০।

কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে নরেন্দ্র,
নৃপালবৃন্দের মুখাবলোকি
কহেন গম্ভীর রবে, "কি দোষ?
সভায় তারে বল আসিবারে।" ৫১।

অতঃপরে সে গণিকা প্রগল্‌ভা,
প্রবেশিয়া রাজ সভাঙ্গনেতে,
বিলোকি আশ্চর্য্য সমাজ-শোভা,
লোমাঞ্চিতা হৈল অপূর্ব্ব ভাবে। ৫২।

সকৌতুকে সর্ব্ব নৃপাল-বর্গে
সোপান-মধ্যে নিরখেন তারে,—
তারুণ্য-শোভা-বিগতা, কুরূপা,
শুষ্কাননা, পাণ্ডর-রুগ্ন-বর্ণা। ৫৩।

লুকাইতে পাণ্ডুরতা কপোলে,
সুকৌশলে কুঙ্কুম তায় মাখা;
অলক্তকে রঞ্জিত রক্ত রাগে
ওষ্ঠাধরে হাস্য সদা বিরাজে। ৫৪।

নহে বটে পীবর কেশগর্ভ,
তথাপি শোভে কুসুমের মাল্যে;
নহে বটে উজ্জ্বল নেত্র-যুগ্ম,
তথাপি সাকাঙ্ক্ষ-কটাক্ষশালী। ৫৫।

ভ্রূ অল্পরেখা, তবু ভঙ্গি-যুক্তা;
অনুচ্চ নাসা, তিলকে সুচিত্রা;
সমুচ্চ বিস্তীর্ণ ললাট-পট্ট,
চিত্রীকৃত শ্বেত তমাল্‌-পত্রে। ৫৬।

কুসুম্ভ-রাগারুণ সূক্ষ্ম বস্ত্রে
শরীর আচ্ছাদিত অল্প মাত্র ;
স্তনদ্বয়ে, কঞ্চুলিকা উপান্তে,
বিলম্বিছে কৃত্রিম রত্নমালা। ৫৭।

কটীতটে স্পষ্ট বিলোকনীয়া
দোদুল্যমানা রজতের কাঞ্চী ;
লাক্ষা-রসে রঞ্জিত হস্ত-যুগ্মে
যত্নে ধরে সম্পুট বস্ত্র-ঢাকা। ৫৮।

নামাইয়া সে পুট কুট্টিমেতে,
বিনীত ভাবে প্রণমি প্রজেশে,
উঠে পুনঃ, যোড় করে সুভাষে,
অধোমুখে বারবধূ নিবেদে। ৫৯।

“পৃথ্বীপতে! দীন-দরিদ্র-বন্ধো!
বিচিত্র-তেজাঃ! করুণা-সমুদ্র!
দাসীর বাঞ্ছা কর আজি পূর্ণ,
লহ প্রভো, দীন জনের পূজা। ৬০।

“সংসার ঘোরে পড়ি জীবিকার্থে,
অধর্ম্ম মার্গে ভ্রমিতেছি সত্য ;
তথাপি আমি প্রভু-রক্ষণীয়া ;
দিবার আলোক সবারি জন্যে। ৬১।

"তব প্রসাদে পুলকে প্রজারা
নিঃশঙ্ক-চিত্তে দিন যাপিতেছে;
সমস্ত লোকে তব সৌম্য-দৃষ্টি;
সমান দাক্ষিণ্য, ধনী দরিদ্রে। ৬২।

"হেন প্রজারঞ্জন ভূপ হেতু
দিতে নিজ প্রাণ অনিচ্ছু কেবা?
লক্ষ প্রজা-জীবন-নাশ অল্প,
রাজার আয়ুঃ যদি তায় বাড়ে। ৬৩।

"ভেট স্বরূপে তব সন্নিধানে
এনেছি যে দ্রব্য করণ্ডিকাতে,
এ মর্ত্ত্য-লোকে তব যোগ্য বস্তু
নাহি, প্রজানাথ, ইহার তুল্য। ৬৪।

"যা সেবনে নির্জ্জর দেবতারা,
অপ্রাপ্তিতে যার মরে মনুষ্য,
সুরাঙ্গনা-যৌবন যৎপ্রসাদে,
এ সেই বস্তু, ক্ষিতিপাল-রত্ন। ৬৫।

"এ দ্রব্যটী কল্য নিশান্তভাগে
দিলেক আমায় জনৈক বন্ধু;
অগোচরে তার উঠি প্রভাতে
ইহা লয়ে আইনু আমি হেথা। ৬৬।

"বেশ্যার পক্ষে, অমরত্ব লাভে
বিড়ম্বনা কেবল এই লোকে;
যাঁহার বাঁচায় সুখী ধরিত্রী,
সমর্পি এ শ্রীফল্ তাঁর পায়ে।" ৬৭।

এরূপ বাক্যে গণিকা সুশীলা,
করি স্তুতি ক্ষাত্র-কুল-প্রদীপে,
সমীপবর্ত্তী নৃপ-কিঙ্করেরে
সাহ্লাদ-চিত্তে দিল সেই ঝাঁপী। ৬৮।

নিতান্ত কৌতূহল-পূর্ণ রাজা
দিলেন আজ্ঞা খুলিতে করণ্ড;
জনৈক কোষাধিপতি স্বহস্তে
তাঁহার অগ্রে খুলিলেক ডালা। ৬৯।

অহো! কি আশ্চর্য্য! উহার মাঝে
শোভা করে সেই ফল প্রকৃষ্ট,
গত প্রদোষে মহিষীর হস্তে
দিয়া ছিলা যা নৃপ-চক্রবর্ত্তী। ৭০।

প্রশান্ত নির্ব্বাত পয়োধি-নীরে,
সযাত্রিবর্গে মৃদু-গামি-নৌকা,
আচম্বিতে ঠেকি জলস্থ শৈলে,
ডুবে যথা ভীষণ ঘোর নাদে। ৭১।

তথা অকস্মাৎ ক্ষিতিপের গাত্র
হলো ক্ষণেকে অবসন্ন-কম্প ;
যেন প্রচণ্ডাশনি ভীম বেগে
অমোঘ আঘাতিল তাঁর বক্ষে।৭২ যুগ্ম।

অচেতনপ্রায় হয়ে নরেন্দ্র
সিংহাসনেতে পড়িলা অধীরে ;
গণ্ডদ্বয়ে ছাইল পাণ্ডুবর্ণ ;
ললাট আপ্লাবিল ঘর্ম্ম-নীরে। ৭৩।

চিন্তাকুল ব্যস্ত সভাস্থ সর্ব্বে
সোৎকণ্ঠ চিত্তে তুলিয়া নরেশে,
সিঞ্চে মুখে কেহ সুগন্ধি বারি,
কেহ প্রযত্নে ব্যজনে নিযুক্ত। ৭৪।

মূর্চ্ছাবসানে পৃথিবী-পতীন্দ্র
সমাজ-ভঙ্গার্থ দিলেন আজ্ঞা ;
তৎকাল তাঁহার মুখাব্জ হৈতে
বিনির্গতা হৈল অপূর্ব্ব বাণী। ৭৫।—

*"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সা চান্যমিচ্ছতি জনং সজনোঽন্যরক্তঃ
অস্মৎ কৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ।" ৭৮ † ।

ইতি ভর্তৃহরি কাব্যে বৈরাগ্যোদয়ো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

* ভর্তৃহরি শতকং

† সমার্থ।—যে কান্তায় সদা বিচিন্তি হৃদয়ে আমায় সে না রত ;
যে ধৃষ্ট প্রতি তার চঞ্চল মনঃ, সে চায় ভিন্নাঙ্গনা ;
কাচিৎ অন্য নিতম্বিনী স্মর বশে আমায় বাঞ্ছে পুনঃ,
ধিক্ কান্তায়, তথা বিটে, মনসিজে, আমায়, এযোষিতে।

তৃতীয় সর্গ।

*আহা কিবা নিরখি এই নগেন্দ্র-শোভা!
সর্ব্বত্র নূতন মনোহর দৃশ্য দেখি ;
নিম্নোন্নত, প্রচুর-নির্ঝর-বারি-পূর্ণ,
গ্রাবা-গুহা-গহন-সঙ্কুল শৈল-ভূমি † । ১ ।

দূরে কিবা নয়ন-রম্য দিগন্ত-লিপ্ত
কাদম্বিনী সদৃশ ভূধর-রাজি রাজে !
কাছে পুনঃ, বিটপ-গুল্ম-লতা-প্রতানে,
পালাশ বর্ণ কটকে ‡ গিরি-বৃন্দ শোভে । ২

এ সেই বিন্ধ্য-গিরি যে অতিরেক দর্পে
চূড়ায় রোধ করিয়াছিল ভানু-বর্ত্ম ;
পশ্চাৎ প্রতিশ্রুত হয়ে §গুরু-সন্নিধানে
অদ্যাপি হেঁট হইয়া বয় তাঁর আজ্ঞা । ৩ ।

উচ্চৈঃ তথাপি কত কূট|| বিরাজিতেছে,
ভিন্নাঞ্জনাভ নব-নীরদ-নীল-মৌলি ;
বিদ্যুল্লতা চটুল উজ্জ্বল অট্টহাসে
নিন্দে যথায় নিকষে¶ কণকের রেখা । ৪ ।

---

* এই ছন্দের নাম বসন্ততিলক। ইহার ১, ২, ৪, ৮, ১১, ১৩ এ·
শেষ অক্ষর গুরু ; অন্যান্য অক্ষর লঘু।

† কিম্বা, কান্তার-কাননসমাকুল ভূমি-ভাগ। ‡ কটক—পর্ব্বতের মধ্য·

§ অগস্ত্য মুনি। || কূট—গিরি-শৃঙ্গ। ¶ নিকষ—কষ্টিপা·

কুত্রাপি শৈল-শিখরে স্বর্ণবর্ণ-মেঘে
ইন্দ্রায়ুধে প্রচুর কান্তি ধরে অপূর্ব ;
গোপের বেশ ধরিয়া ব্রজনাথ কৃষ্ণ
শোভেন যাদৃশ বিচিত্র ময়ূর-পুচ্ছে । ৫ ।

কুত্রাপি অভ্রচয় পর্ব্বত-সানুভাগে
মন্দ ভ্রমে বিপুল কুজ্ঝটিকার বেশে ;
কিঞ্চিৎ পরে জলদ-জাল হলে বিমুক্ত,
শোভে পুনঃ রবি-করে গিরি-শৃঙ্গ-পংক্তি । ৬

এই প্রকার মহন্তে, পড়ি কষ্ট-জালে,
থাকে বিষণ্ণ-বদনে ক্ষণকাল জন্যে ;
কিন্তু স্বভাব বশতঃ কাটিয়ে অবাধে
আবার উন্নত শিরে জন-চিত্ত মোহে । ৭ ।

কুত্রাপি গাঢ়তর বারিধরের ছায়া
রঞ্জে মহীধরগণে ঘন নীল-বর্ণে ।
অন্যত্র আবরণ-হীন সগুল্ম শৈলে
নিন্দে দিগম্বর-জটাধর-শম্ভু-শোভা । ৮ ।

ধারাধরে নিরখিয়া, মৃদু মিষ্ট তানে,
ঊর্দ্ধে মহোৎসব করে যত চাতকেতে ;
ঊর্ম্মি স্বরূপ গগনে উড়িছে বলাকা,
দোলে যথা কুসুম-মাল্য মুরারি-বক্ষে । ৯ ।

উল্লাস-পূর্ণ হৃদয়ে জলদের মন্দ্রে,
বিস্তারিয়া রুচির চন্দ্রক-যুক্ত বর্হ,
কেকা রবে অখিল-চিত্ত বিমোহি, বর্হী
নাচে প্রমত্ত হৃদয়ে গিরি-পৃষ্ঠ-ভাগে। ১০।

গম্ভীর, ভীম, গতিশীল-পয়োদ-নাদে,
প্রাপ্ত প্রতিধ্বনি ঘন প্রতি পর্ব্বতেতে;
সে ঘোর শব্দ শুনিয়া, উঠিয়া মৃগেন্দ্র
অন্যান্য সিংহ-রব ভাবি সরোষ গর্জ্জে। ১১।

কুত্রাপি সর্জ্জ*, ককুভদ্রুম,† পীতসর্জ্জ,
দেবারি-সৈন্য সম অম্বর ভেদিতেছে।
ক্রোড়ে তদীয়, দিবসেশ-করে বিপন্ন
ত্রাসে লুকায় শরণার্থি-তমিস্র-পুঞ্জ। ১২।

কুত্রাপি কন্দল-দলে বন-ভূমি শোভে;
কুত্রাপি বা বিপিন বাসিত কেতকীতে;
প্রস্থে‡ ক্বচিৎ§ কুটজ-পুষ্প¶ ফুটে যথেষ্ট,
অন্যত্র উদ্গত অগণ্য শিলীন্ধ্র-ছত্র। ১৩।

* সর্জ্জ—শালগাছ। † অর্জ্জুনগাছ। ‡ প্রস্থ—পর্ব্বতের পরিসর। § ক্বচিৎ—কুত্রাপি, কোনখানে। ¶ গিরিমল্লিকা।

কুত্রাপি শষ্পময় চারু উপত্যকাতে,
হর্ষে চরে কপিশ-বর্ণ কুরঙ্গ-সঙ্ঘ।
কুত্রাপি নির্ম্মল জলাশয়-তীর-দেশে,
ক্রীড়া করে কলরবে কলহংস-পংক্তি। ১৪।

এক স্থলে অচল গৈরিক-রাগ-রক্ত,
অন্য স্থলে বিপুল কৃষ্ণ-শিলায় পূর্ণ;
কোথা অনুচ্চ তরু-গুল্ম-বিকীর্ণ ভূমি,
অন্যত্র ঘোর ঘন-নীল অরণ্য-রাজী। ১৫।

ঐ কি প্রসিদ্ধ চরণাচল* বিন্ধ্য-পাদে,
যেথা গুহায় কিছু কাল ছিলেন দুর্গা† মা
আহা! কিবা যুগল উন্নত গণ্ড-শৈল
বিস্তারিছে বিপুল দিগ্‌গজ-কুম্ভ-শোভা! ১৬।

গঙ্গা প্রবাহ অনিবার্য্য তরঙ্গ-রঙ্গে,
শৈলের বপ্র-দৃষদে‡ প্রতিঘাত পেয়ে,
আবর্ত্তশালি-সলিলে, পরিপূর্ণ ফেনে,
রোষে বহে বিষম কর্কশ ঘোর ঘোষে। ১৭।

---

* চরণাচল বা চরণাদ্রি—যাহাকে এখন 'চুনার' বা 'চণ্ডালগড়' বলে; ইহার নিকটে পূর্ব্বে প্রকাণ্ড বন ছিল, এক্ষণে সে প্রকার নাই। চুনারের কেল্লার ভিতর রাজা ভর্ত্তৃহরির গুহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

† এই গুহার নাম "দুর্গা-কোহ"।		‡ দৃষদ্—প্রস্তর।

* স্নিগ্ধ-শ্যাম-নবীন-শাদ্বলময়ী ভূমি ক্বচিৎ শোভিছে ;
রুক্ষ ক্ষ্মাধর-তুঙ্গ-শৃঙ্গ অপর স্থানে নভঃ ভেদিছে ,
পীযূষের সমান তান উঠিছে পাখীর গানে বনে,
শৈলান্তে সলিল-প্রপাত পড়িছে ঝঙ্কার-কোলাহলে ।১৮

গাঢ়োৎফুল্ল হরিৎপলাশ ধরিয়া শোভে পলাশাটবী
মধ্যে শীধু মধুক্রমে ঘন দলে বিস্তারিছে মাধুরী ,
শুষ্কারণ্য সমস্ত, দগ্ধ হইয়া নৈদাঘ দাবানলে,
একালে তরুণাঙ্কুরে নব তৃণে আশ্চর্য্য শোভা ধরে । ১৯ ।

জম্বু-বৃক্ষ সুপক্ক কোমল ফলে শ্যামায়মান ক্বচিৎ ,
গন্ধে পূর্ণ সুচারু পুষ্প-নিচয়ে শোভে কদম্ব-ব্রজ ;
বামে বাস বিশাল সাল বিপিনে, সংসিক্ত পুষ্পাসবে,
আমোদে সুখ-শীত দক্ষিণ মরুৎ ধীরে সদা সঞ্চরে । ২০ ।

দোলে মারুত-সঙ্গমে গিরি-তটে বংশের ঝাড়ী ক্বচিৎ
বংশী তুল্য তথায় কীচক-রবে কর্ণে সুধা ঢালিছে ;
নানা পক্ষি-কুলায়-পূর্ণ নিচুলে শোভে বনান্তে সরিৎ,
নীরে যার সুকৌশলে অবিরত ক্রৌঞ্চী ধরে সারসে । ২১ ।

গাম্ভারী-তরু-কোটরে বসি সুখে ডাকে ক্বচিৎ ডাহুকে ;
ফিঙ্গা ঊর্দ্ধ-অধো-মুখে প্রতিদিকে ক্রীড়াচ্ছলে ধাইছে ;
পক্কাম্রের তরে বনের ভিতরে প্রত্যেক আম্র-দ্রুমে,
নানা-বর্ণ বলীমুখো† দল-বলে শাখায় আছে বসি । ২২ ।

---

* এই ছন্দের নাম শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। ইহাতে দ্বাদশ অক্ষরের পর যতি। ইহার ১,২,৩,৬,৮,১২,১৩,১৪,১৬,১৭ ও ১৯ বর্ণ গুরু অপর সকল বর্ণ লঘু।

† বলীমুখ—বানর।

কুত্রাপি প্রচুর প্রগাঢ় তিমিরে ব্যাপ্তা অরণ্যস্থলী;
সে স্থানে ঘন ঘোর পেচক-রবে কাকে রহে নীরবে।
অন্যত্র প্রতিনাদ-কুঞ্জ নিকরে ভঞ্জে মর্মর ধ্বনি,
... শ্রবণে পুরাণ-বিটপি-ক্রোড়ে প্রবেশে ফণী। ২৩।

কুত্রাপি স্তিমিত প্রশান্ত নীরবে মগ্না গম্ভীরাটবী;
... মৃদু মর্মরে তরু-লতা-পাতা তথা না নড়ে।
... কুলা ভীষণ মহান্ অন্যান্য বন্য-স্থলে,
..., ব্যাঘ্র, গজের ভৈরব রবে কম্পায়মানা দরী। ২৪।

... শ্যামল-কায় ভল্লুক-যূথ, শৈলের গর্ত্তে কচিৎ,
... অন্য পশু, প্রকোপিত মনে ঘুৎকারিয়া গর্জ্জিছে।
... দেখি হঠাৎ, শশারু সভয়ে, বাতাস-বেগে কচিৎ,
... লংঘি অগণ্য গুল্ম লতিকা ভিন্নাটবী আশ্রয়ে*। ২৫।

... দ্বিরদের যূথ বিপিনে জীমূত-তুল্য-দ্যুতি,
... প্রাগ্‌ভার-স্থিত শীত নির্ঝর পয়ঃ পানার্থ উৎকণ্ঠিত;
... শ্রবণ প্রচালিত করে উৎপাটি শাখা-লতা,
...-স্রোত সমান ভীম গমনে কোলাহলে আসিছে। ২৬।

...ণ্ডী, হস্তি-সমান পীবর-বপুঃ, কুত্রাপি ইচ্ছাক্রমে
...কী ভ্রমিছে গভীর গহনে কাঁটা-লতা চর্ব্বিয়া;
...দলের কঠোর নাদ শুনিয়া কুত্রাপি বা শল্লকী
...দ্বারে পশিয়া রহে স্থির হয়ে বিস্তারি কাঁটা-ঘটা। ২৭

* আশ্রয় করে। † প্রাগ্‌ভার—পর্ব্বতের অগ্রভাগ।

ক্রীড়োন্মত্ত লুলাপ* শৃঙ্গ তিনিশে। ঘর্ষে বিষাণ ক্বচিৎ :
দন্তে ধায় বরাহ কাশ-গহনে বালেন্দু-দন্ত-দ্যুতি ;
নিশ্বাসে অনল প্রদীপ্ত করিয়া, গম্ভীর ঘোষে ক্বচিৎ
সাল-স্কন্দ সম প্রকাণ্ড ভুজগ স্বেচ্ছায় নিদ্রাগত। ২৮।

এ দুর্লঙ্ঘ্য কঠোর শৈল সদনে, কান্তার-পূর্ণ স্থলে,
নানা-শ্বাপদ-জন্তু-গর্জ্জন যথা হৃৎকম্প উৎপাদিছে,
কে এ পান্থ, নিতান্ত কাতর মনে, চিন্তা-বিশুষ্কাননে,
বাহ্য-জ্ঞান-বিহীন, মন্দ গমনে একা ভ্রমে কাননে ? ২৯।

‡ কে এ কলঙ্কধর-চন্দ্র-সমান-কান্তি,
ম্লানানন, প্রণত-দৃষ্টি, বিশীর্ণ-দেহ ?
জ্যোতির্বিহীন নয়নে ঘন অশ্রু বর্ষে,
কৌষেয় বাস কটিতে, উপবীত বক্ষে ? ৩০।

যোগী হ'লে ধরিত ঘোর জটা-কলাপ,
রুদ্রাক্ষ-মাল্য কত থাকিত কণ্ঠদেশে ;
ধূলায় ধূসর বপুঃ, নয় ভস্ম-মাখা ;
শোকে বিশুষ্ক, তবু কাঞ্চন-নিন্দি বর্ণ। ৩১।

§ বৈখানসী কখন ঈদৃশ দীন ভাবে
একা বনে ভ্রমিত না ভয়-পূর্ণ ভাগে ;
দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থ হইলে, গহন-প্রদেশে
উন্মত্ত তুল্য অপথে ভ্রমিবে কি জন্যে ? ৩২।

---

* লুলাপ—মহিষ। † বৃক্ষ বিশেষ। ‡ এই শ্লোকাবধি পুনরায় "বসন্ত তিলক" ছন্দ। § বৈখানসী-বাণপ্রস্থাশ্রমী।

সামান্য হীন জন এই নহে কদাচিৎ,
আকার দেখি অতি ধীর গভীর সৌম্য ;
চিন্তা-তমোমলিন শোভন ভাল-পট্ট ;
গণ্ড-দ্বয়ে শিশির-পীড়িত-পদ্ম-শোভা। ৩৩।

রাজেন্দ্র ভর্তৃহরি তুল্য ইহার আস্য !
সেই প্রকার গতি, আকৃতি, ভাব, ভঙ্গী !
সাক্ষাৎ নরেন্দ্র যদি. কীদৃশ দৈব-পাকে
সিংহাসন ত্যজি বিবিক্ত অরণ্য-চারী ? ৩৪।

দিঙ্মণ্ডল প্রথিত উজ্জয়িনীশ-বার্ত্তা
লোকালয়ে তুমি কি হে শুন নাই কর্ণে ?
দৃষ্টে প্রিয়-প্রণয়িনীর অসচ্চরিত্র,
রাজাসন ত্যজি বনে ভ্রমিছেন রাজা। ৩৫।

দুঃখের লক্ষণ ইহার মুখে প্রকাশে ;
নিশ্বাস দীর্ঘ অনিবার বহে অধীরে ;
আহা ! কিবা স্বগত সন্তত খেদ-পূর্ণ
বৈরাগ্য-বাক্য বলিছেন নৃপাল-যোগী। ৩৬।

" এঘোর বিন্ধ্য-বিপিনে বন-জন্তু মধ্যে,
লোকালয় ত্যজি পরিভ্রমিতেছি আমি ;
মায়ার জাল হইতে হইয়া বিমুক্ত,
চিত্তের তাপ-শমনে সুধু মাত্র বাঞ্ছা। ৩৭।

"সংসার কেবল অশেষ অনর্থ-হেতু,
নিশ্চিন্ত শান্ত হৃদয়ের নহে সপক্ষ ;
মোহান্ধ মানবগণে, নিজ বুদ্ধি-দোষে,
কামাদি শৃঙ্খল পরে সুখ-বাসনাতে। ৩৮।

"না জানিয়া খগ পড়ে বধিকের ফাঁদে,
অজ্ঞান মৎস্য বড়িশে হয় বিদ্ধ লোভে,
আশ্চর্য্য কিন্তু, ফল-দর্শি-মনুষ্য-বর্গে
জানে মনে, তবু ঢুকে বিষয়ের জালে। ৩৯।

"তাপে ভরা ভব-মরু, ভ্রম বালি-পূর্ণ,
লোকে ভুলায় সুধু মোহ-মরীচিকাতে,
আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার, মহাধিপত্য,
স্থায়ী নহে কিছু ভবে, সব দুঃখদায়ী। ৪০।

"ছায়া সমান অপদার্থ যশঃ প্রশংসা,
স্বর্ণের কান্তি সুধু বালক-চিত্ত মোহে,
সন্ধ্যার রাগ সম যৌবন-ভোগ-শোভা,
ঐশ্বর্য্য, মান, বল, কেবল অম্বু-বিম্ব। ৪১।

"মায়া-নটীর অপরূপ কলায় মুগ্ধ,
থাকে সবে অনবধান মজি প্রমোদে ;
দুর্দ্দান্ত কাল-রজনীচর আসি সদ্য
গ্রাসে করাল কবলে সকলে অকালে। ৪২।

"কান্তা-কটাক্ষ-বিশিখে নয় যেই খিন্ন,*
কোপের ঘোর দহনে নয় যেই দগ্ধ,
আকৃষ্ট-চিত্ত নয় যে জন লোভ-পাশে,
এ বিশ্ব-মণ্ডল পরাজিত তার কাছে। ৪৩।

"চাতুর্য্য-শাঠ্য ছলনা-ব্যভিচার-পূর্ণ
সংসার ঘোর নরক ত্যজিয়া ঘৃণাতে,
স্বাধীন সুস্থির মনে, নিভৃতে, অবাধে,
আরাধিব প্রতিদিন প্রভু বিশ্বনাথে। ৪৪।

"এই প্রশস্ত জন-শূন্য উপত্যকাতে
প্রত্যেক কন্দর হবে মম বাস-গেহ;
উদ্ভিজ্জ-ভোজ্য বিপিনে মিলিবে যথেষ্ট,
পানার্থ নির্ম্মল জল প্রতি নির্ঝরেতে। ৪৫।

"চিত্র-সমূহ পরিবেষ্টিত রাজ-তল্পে
নাহি প্রয়োজন, যদি ক্ষিতি-পৃষ্ঠ শয্যা;
কান্তার আস্য-বিষ-পান করা অপেক্ষা,
কান্তার-সেবন সহস্রগুণে গরিষ্ঠ। ৪৬।

---

* কান্তা কটাক্ষ বিশিখা ন খনন্তি যস্য
চিত্তং ন নির্দহতি কোপ কৃশানু তাপঃ।
কর্ষন্তি ভূরি বিষয়াশ্চ ন লোভ পাশাঃ
লোক ত্রয়ং জয়তি কৃৎস্ন মিদং স বীরঃ॥

ইতি নীতিশতকং।

"এ নির্জ্জনে বিষময়ী রমণীর বাণী
না আসিবে কখন এই বিরক্ত কর্ণে ;
শান্ত-স্থির-প্রকৃতি-মৌন-মুখাবলোকি,
তাপোপশান্তি হৃদয়ে হইবে অবশ্য। ৪৭ ।

"নারীর তুল্য পরিহার্য্য কি বস্তু আছে ?
দৃশ্যে সুরম্য ফল কিন্তু রসে বিষাক্ত ;
প্রেমাটবীর ললিতাকৃতি কাল-সর্প ;
সংসার সাগর পথের* প্রবাল শৈল। ৪৮ ।

"নির্ব্বোধ অজ্ঞ পুরুষে ছলিবার জন্যে,
নারীর রূপ ধরিয়া 'শঠতা' বিরাজে ;
সৌদামিনী সম ধরে অপরূপ কান্তি,
তাহারি তুল্য নর-জীবন-নাশিনী সে। ৪৯ ।

"ধূমান্বিতা প্রবল-দীপ-শিখা সুকেশা
নারী, পতঙ্গ-সম মানব-চিত্ত মোহে ;
সে দীপ্ত রূপ-দহনে পড়িয়া অবোধে
ভস্মাবশেষ অচিরে হয় কর্ম্ম-দোষে। ৫০ ।

"যে দর্পণে প্রণয়িনী নিজ আস্য দেখে,
তাহারি তুল্য বুঝ তার মনঃ-প্রবৃত্তি,
আছে কিবা বিমল-চিক্কণ-সুন্দরাভা,
কিন্তু স্বভাব-বশতঃ ক্ষণ-ভঙ্গুরা হা! ৫১ ।

* এস্থলে 'প্র' পরে থাকিলেও 'র' গুরু হইবে না।
এই নিয়মের প্রমাণ "ছন্দোমঞ্জরীতে" দ্রষ্টব্য।

"হা হা কি হেতু তুমি, বিশ্বপাতে বিধাতঃ!
রামার রূপ রচি রম্য রমার তুল্য,
রাত্রিঞ্চরীর খলতা হৃদয়ে দিলে হে!
সংস্থাপিলে গরল ঈদৃশ রত্নকুম্ভে? ৫২।

"হা হা কি হেতু তুমি এই বসুন্ধরারে,
প্রাণি-প্রধান মনুজের বিলাস জন্যে
সাজাইয়া অতি-বিচিত্র মনোজ্ঞ সাজে,
নারী-স্বরূপা নরকাগ্নি দিলে ইহাতে? ৫৩।

"হা হা কি হেতু মকরধ্বজ! চিত্ত-জন্মন্!
নারী বিষাক্ত-বিশিখে দহিতেছ বিশ্ব?
তোমায় হীন-তনু হা! সৃজিলেন ধাতা,
অন্যের তাপ বুঝিতে নহ তাই শক্ত। ৫৪।

"ভ্রান্তি-ক্রমে নরগণে প্রণয়-প্রমোদে
থাকে বিমুগ্ধ রমণী-রমণীয়-রূপে,
যারা উহার হৃদয়ের করে পরীক্ষা,
তারাই কেবল উহারে বুঝে পিশাচী। ৫৫।

"প্রজ্ঞা-বিহীন কবিরা, মদনে বিমুগ্ধ,
লাবণ্য-দীপ্তি ললনার সদা প্রশংসে;
লালান্বিতাধর-রসে অমৃত প্রচারে,
বর্ণে সুবর্ণ-কলস স্তন-মাংসপিণ্ডে। ৫৬।

"কামের মাদক রসে হত-বুদ্ধি যারা,
দেখে সদাই রমণীময় বিশ্ব তারা;
অভ্রান্ত শান্ত নয়নে স্থির-বুদ্ধি যোগী
দেখেন কেবল মহেশ সমস্ত লোকে। ৫৭।

"পাপে নিমগ্ন, মতিহীন, অবোধ আমি
না পাই বিশ্ব অখিলে খুঁজিয়া ভবেশে;
সর্ব্বত্র হায়! পরিতাপ-বিষাদ-পূর্ণা
মায়াময়ী প্রকৃতি কেবল মাত্র দেখি। ৫৮।

"রে রে কুরঙ্গিনি! বিলোল-নবোৎপলাক্ষি!
আমায় দেখি তুই ভীত কি কারণেতে?
মাংস-প্রয়াসি-মৃগহা নয় এ অভাগা,
বিদ্ধ স্বয়ং স্বদয়িতার বিষাক্ত বাণে। ৫৯।

"সে স্বৈরিণীর ছিল তোর সমান চক্ষুঃ,
ঐরূপ কোমল মৃদু প্রকৃতি প্রকাশ্যে!
কিন্তু স্বভাব-বশতঃ ভিতরে বিরুদ্ধ,
ব্যাঘ্রীর তুল্য অতি-নিষ্ঠুর চিত্ত-বৃত্তি। ৬০।

"বন্দা-লতে তুই যথার্থ নিলাজ নারী;
পা তোর যৌবন-মদে, *ক্ষিতি নাহি পর্শে;
মাথায় থাকি, কপট প্রণয় প্রকাশি,
আলম্ব-যষ্টি তরুরে করিলি ধ্বংস! ৬১।

* কিংবা-ক্ষিতিরে উপেক্ষে।

"হা ! চারু-হাসিনি শশি ! প্রিয়কের পার্শ্বে,
হর্ষে দিব [illegible] দিয়েছি সবার নেত্র ;
কিন্তু প্রাকারণ-বর্ত্তী যুবতীর তুল্য,
বক্ষে সদা ধরিস পাবক গূঢ়-ভাবে। ৬২।

"রে রে বিষাদি-মহিষি, ক্ষুধিতাকুণাঙ্কি,
শৃঙ্গে বিদারিস যদি ক্ষতি নাহি তাহে ;
তোরেত আমি সঁপি নাই কদাপি চিত্ত,
প্রেমাত্র-মুগ্ধ-হৃদয়ে বলি নাই কান্ত। ৬৩।

"হে মেঘ ছাড় তুমি ঐ চপলার সঙ্গ,
হের সদা পাং-বক্তা* অভিসার-লোলুপ।
সন্ন্যাস-ধর্ম্ম লইয়া ভ্রমিতেছ বিশ্ব ;
তোমার চঞ্চলা-বনিতা রমণী কি সাজে ? ৬৪।

"হে ! ইন্দ্রচাপ ! বহু-বর্ণ-বিচিত্রিতাঙ্গ !
শোভা তব লয় যথা হয় দৃষ্টি মাত্রে,
এরূপ মানবগণের সুখের আশা
নিবার্য্য কার্য্য-গতিতে হয় হায় লুপ্ত ! ৬৫।

"ধন্য-প্রতিজ্ঞ তুমি চাতক ! নীচ বারি
পানে বিরক্ত, শুধু ভক্ত ঘনের নীরে ;
তোমার তুল্য যত সাধু সুবুদ্ধি লোকে
ভূতেশ-ভক্তি-রত, অন্য রসে বিরাগী। ৬৬।

* কিছু ২ সর্বদা ধাতু [illegible] পড়িয়া থাকে।

"ধিক্ নীলকণ্ঠ, তুই বর্হ-শিখার গর্ব্বে
মিথ্যা, নিনাদ, করিতেছিস মাতি নৃত্যে;
কাল-স্বরূপ-বৃক ঐ বিটপীর আড়ে
তোরে বিনষ্ট করিতে উতলা নিতান্ত। ৬৭।

"স্বর্গাপগে! তব পবিত্র চরিত্র কোথা?
নারী-স্বভাব-বশতঃ গমনা অধীরা;
শৈলাবরোধ করি লঙ্ঘন ঘোর-দম্ভে,
কোলাহলে নিয়ত ধাইছ নীচ-মার্গে। ৬৮।

"তোমার বারি সম হা! ভব-নিম্নগাতে,
কামাদি উর্ম্মি-পরিপীড়িত মানবেরা
কল্লোল-পূর্ণ কলহে অনিবার সুরে,
শেষে পড়ে বিষম কাল-সমুদ্র-গর্ভে। ৬৯।

"ঐ ভীম পীন-তনু বারণ, মত্ত দানে,
দম্ভে ভ্রমে, বিটপ-বারণ নাহি মানে!
হা হা অশান্ত মদ-মত্ত মনঃ-করীরে
পারে কি রোধ করিতে উপদেশ-মালা? ৭০

"শৈলের গায় কি নিরীক্ষি পথের ধারে?
ব্যাঘ্রের ঘোর পদ-লাঞ্ছন রক্ত-মাখা?
এ চিহ্ন কিন্তু কভু সঙ্কট নাহি ভাবি,
লাক্ষা-রসার্দ্র রমণী-পদ-চিহ্ন চেয়ে! ৭১

"পাষাণবৎ নিরখি একি মনুষ্য-অস্থি ?
বিক্ষিপ্ত একি গত-মাংস মনুষ্য-মুণ্ড ?
সংসার-দেশ-ভবন ত্যজিয়া কিরূপে
এদুর্দ্দশা ঘটিল হায় ! ইহার হেথা ? ৭২ ।

"রত্ন-ব্রজে হয়ত শোভিত এই মুণ্ড,
সাম্রাজ্য কাঁপিত ইহার অপাঙ্গ-ভঙ্গে,
লোষ্টের পিণ্ড সম সম্প্রতি দীন-ভাবে
কাদায় আবিল গড়াগড়ি মৃত্তিকাতে। ৭৩ ।

"কোথায় সেই বিকচাম্বুজ তুল্য আস্য
যাহা প্রমোদ সময়ে হইত প্রদীপ্ত ?
কোথায় সে তরল-তারক-যুক্ত চক্ষুঃ
নারীর রূপ-কুহকে ছিল মুগ্ধ যাহা ? ৭৪ ।

"কোথায় রৈল তব সে পরিবার-বর্গ ?
কোথায় হায় ধন-কিঙ্কর-বাজি-রাজী ?
একা পড়ে রহিছ এই অরণ্য মাঝে !
আত্মীয় বন্ধু-জন নাহিক কেহ কাছে ! ৭৫ ।

"প্রেমে মজে তুমি কি হে বনিতার পায়ে
উৎসর্জ্জিয়া অকপটে নিজ দেহ আত্মা,
শেষে উহার অবগীত দুর্নীতি দৃষ্টে,
সংসার-জাল-জটিল ত্যজিলে ঘৃণাতে ? ৭৬ ।

"তোমার দুর্গতি মনে করিয়া, দুঃমুণ্ড !
দুঃখানলে বিদরিছে মম খিন্ন বক্ষঃ ;
এতাদৃশ প্রবল তাপ দিতে মনুষ্যে,
কান্তা বিনা অপর কে বসুধায় আছে ? ৭৭ ।

"হা হা কি নির্দ্দয় কঠোর ইহা অপেক্ষা
আশা-স্পৃহা-ধন-মনঃ সঁপিলাম যারে,
যাহার হেতু পুরুষার্থ সমস্ত নষ্ট,
সে চায় ঈদৃশ সুহৃদ্ বধিতে অভীষ্টে ! ৭৮ ।

"সর্ব্বস্থলে সকল-দুর্গতি-মূল নারী ;
দেবেন্দ্র পীড়িত নিজে পড়ি যার ফাঁদে ;
নারীর জন্য দশমুণ্ড মরে সবংশে,
দৈত্যেন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ বিনষ্ট দোঁহে । ৭৯ ।

"হা হা প্রপঞ্চময় এই অসার বিশ্বে,
সর্ব্বত্র মানব মনঃ সুখ-লেশ-শূন্য ;
স্বার্থের জন্য সকলে পড়িছে অনর্থে,
পীযুষ ভাবি বিষ-পান করে তৃষাতে । ৮০ ।

"এ ভূতলে যখন তাপিত জীব মাত্রে,
আমার দুর্গতি নহে গণনার যোগ্য ।
খেদে প্রয়োজন কিবা গত দুঃখ লৈয়া,
বিশ্বেশ্বরে কর সমাধি অশান্ত চিত্ত !" ৮১ ।

শিবস্তোত্র।

* জয় জয় শিব শম্ভো! ত্বংহি দেবাদি-দেব,
ত্রিভুবন-পতি এক ব্রহ্ম-রূপ স্বয়ম্ভু,
অবিতথ, অবিনাশী, শান্ত, সর্ব্বান্তরাত্মা, *
† পশু-পতি, পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। ১।

সুধু তব "তম-মূর্ত্তি"-ধ্যান-সংসক্ত যারা,
সুবিদিত নয় তারা গূঢ় তোমার তত্ত্ব;
নিখিল-ভুবন-সেব্য ত্বং রজো-সত্ত্ব-রূপী,
সকল-ফল-বিধাতা রুদ্র মূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তি‡। ২।

তুমিই সৃজন-কর্ত্তা, ত্বংহি পাতা, প্রহর্ত্তা,
তুমিই সকল সাক্ষী, ত্বংহি বিশ্বৈক-শাস্তা,
তুমিই পরম এক, জ্ঞান-কল্যাণ-দাতা,
অগতি গতি-নির্দ্দেষ্টা, আদি রূপী অনাদি। ৩।

অগুণ গুণ-নিদান, ত্বংহি অদ্বৈত ভূমা;
যদিচ পর অকর্ম্মা, সর্ব্ব-কর্ম্ম-প্রযোক্তা;
নিকট অথচ দূরে; বাহিরে অন্তরেতে;
§ ত্রিভুবন-অবলম্ব ত্বং নিরালম্ব শম্ভো! ৪।

---

* এই স্তোত্রটী যে মালিনীচ্ছন্দে বিরচিত তাহা বলা বাহুল্য।

† পাশুপত এবং শৈব দর্শনে জীব 'পশু' এবং শিব 'পশুপতি' শব্দে প্রতিপাদ্য।

‡ শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদসারশিবস্তোত্রে শিবের ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ আছে।

§ কিংবা, ইহ-জগদবলম্ব ত্বং নিরালম্ব শম্ভো!

তুমি অখিল-বিধাতা, নাহি তোমার ধাতা:
স্থিতি তব অখিলান্তে, নাহি তোমার অন্ত ;
তুমি সকল-নিয়ন্তা, নাহি তোমার নেতা ;
তুমি সমুদয় বেত্তা, নাহি বেত্তা ত্বদীয়। ৫।

তুমি সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপক, ব্যোম-বাসাঃ,
"মরণ" গরল-রূপে জীর্ণ তোমার কণ্ঠে ;
বিমল-ধবল-পূত-জ্যোতিরাকার অঙ্গে,
হর, তুমি ধর রঙ্গে অষ্টধা ভূতি* ভূতি। ৬।

স্মর-হর তব মায়া বিশ্বমাতা ভবানী,
সুর নর পশু পক্ষী যাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী ;
অবিরত তিন-কাল বাক্ত ঘোর ত্রিশূলে,
"প্রণব" ধৃত কপর্দ্দে, চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি নেত্রে। ৭।

তব বিষ-ধর ভূষা তামসী-শক্তি ঘোরা ;
† বৃষ তব, বৃষকেতো, পূর্ণ চৌপাদ-ধর্ম্ম,
প্রমথ শম-দমাদি, খ্যাত ভূতাখ্য ভূত,
ভ্রম-নিরসন ভৃঙ্গী, নির্ম্মলানন্দ নন্দী। ৮।

* ভূতি বা বিভূতি শব্দে অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য এবং ভস্ম বুঝায়।

† বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম।

শুভ ফল-ময় ছন্দঃ,* তন্ত্র, পৌরাণ-বার্ত্তা,
স্মৃতি নিয়ম-নিয়ন্ত্রী, দর্শন জ্ঞান-শাস্ত্র,
বদন তব পুরাবে ; এই বক্ত্রাম্বুজ পাত্রে
বিতরিছ তুমি লোকে ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষ। ৯।

কলুষ-মল-বিহীন প্রীতিময় সাধু-চিত্তে,
নিবসহ তুমি, শম্ভো, সেই কৈলাস-ধাম ;
সরল-বিমল-“ভক্তি” স্বর্ণদী-বারি-ধারা
ধর তুমি নিজ মস্তে ভক্ত-বাৎসল্যভাবে। ১০।

ত্রিগুণ-রচিত পাশ ধ্বংসি যোগাগ্নি-দাহে,
ত্রিপুর-দহন যোগী খ্যাত হলে পুরাণে ;
অগতির গতি এক ত্বংহি, কারুণ্য-সিন্ধো,
হর হর ভব-বাধা রক্ষ দীন-প্রপন্নে। ১১।

বিষয়-বিভব-লোভে মত্ত পাষণ্ড লোকে
সুলভ পরম তত্ত্বে না করে যত্ন কিঞ্চিৎ ;
গ্রথিত নিজ গলাতে থাকিতে রত্ন-মালা,
পড়ি ছয় রিপু-চক্রে ব্যস্ত কাচের জন্যে। ১২।

অপর বিতথ-দর্শী সংশয়াপন্ন-চিত্তে,
তব শুভ অভিসন্ধি স্পষ্ট নাহি প্রকাশে ;
জড়-মতি হর আমি জ্ঞান-চৈতন্য-শূন্য,
স্থির নয় মম বুদ্ধি ক্লেশ-পাপাদি দৃষ্টে। ১৩।

* ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ।

তুমি অখিল-বিধাতা, নাহি তোমার ধাতা;
স্থিতি তব অখিলান্তে, নাহি তোমার অন্ত ;
তুমি সকল-নিয়ন্তা, নাহি তোমার নেতা ;
তুমি সমুদয় বেত্তা, নাহি বেত্তা দ্বিতীয়। ৫।

তুমি সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপক, ব্যোম-বাসাঃ,
"মরণ" গরল-রূপে জীর্ণ তোমার কণ্ঠে ;
বিমল-ধবল-পূত-জ্যোতিরাকার অঙ্গে,
হর, তুমি ধর রঙ্গে অষ্টধা ভূতি* ভূতি। ৬।

স্মর-হর তব মায়া বিশ্বমাতা ভবানী,
সুর নর পশু পক্ষী যাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী ;
অবিরত তিন-কাল বাজে ঘোর ত্রিশূলে,
"প্রণব" ধৃত কপর্দ্দে, চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নি নেত্রে। ৭।

তব বিষ-ধর-ভূষা তামসী-শক্তি ঘোরা ;
† বৃষ তব, বৃষকেতো, পূর্ণ চৌপাদ-ধর্ম্ম,
প্রমথ শম-দমাদি, খ্যাত ভূতাখ্য ভূত,
ভ্রম-নিরসন ভৃঙ্গী, নির্ম্মলানন্দ নন্দী। ৮।

* ভূতি বা বিভূতি শব্দে অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য এবং ভস্ম বুঝায়।

† বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম।

শুভ ফল-ময় ছন্দঃ,* তন্ত্র, পৌরাণ-বার্ত্তা,
স্মৃতি নিয়ম-নিয়ন্ত্রী, দর্শন জ্ঞান-শাস্ত্র,
বদন তব পুরারে ; এই বক্ত্রাভ্জ পঞ্চে
বিতরিছ তুমি লোকে ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষ। ৯।

কলুষ-মল-বিহীন প্রীতিমৎ সাধু-চিত্তে,
নিবসহ তুমি, শম্ভো, সেই কৈলাস-ধাম ;
সরল-বিমল-"ভক্তি" স্বর্ণদী-বারি-ধারা
ধর তুমি নিজ মস্তে ভক্ত-বাৎসল্যভাবে। ১০।

ত্রিগুণ-রচিত পাশ ধ্বংসি যোগাগ্নি-দাহে,
ত্রিপুর-দহন যোগী খ্যাত হইলে পুরাকে,
অগতির গতি এক তুংহি, কারুণ্য-সিন্ধো,
হর হর ভব-বাধা রক্ষ দীন-প্রপন্নে। ১১।

বিষয়-বিভব-লোভে মত্ত পাষণ্ড লোকে
সুলভ পরম তত্ত্বে না করে যত্ন কিঞ্চিৎ ;
গ্রথিত নিজ গলাতে থাকিতে রত্ন-মালা,
পড়ি ছয় রিপু-চক্রে ব্যস্ত কাচের জন্যে। ১২।

অপর বিতথ-দর্শী সংশয়াপন্ন-চিত্তে,
তব শুভ অভিসন্ধি স্পষ্ট নাহি প্রকাশে ;
জড়-মতি হর আমি জ্ঞান-চৈতন্য-শূন্য,
স্থির নয় মম বুদ্ধি ক্লেশ-পাপাদি দৃষ্টে। ১৩।

* ছন্দঃ অর্থাৎ বেদ।

ত্রিদিব-সদৃশ-শোভা-ধারিণী এই পৃথ্বী
অবিরত দহিতেছে পাপ-তাপে কি জন্যে ?
তুমি শিব শিব-রূপী থাকিতে এই লোকে,
অশিব-কুল কিরূপে ব্যাপিয়াছে ইহাতে ? ১৪।

অখিল ভুবন-মধ্যে যা কিছু দ্রব্য আছে,
সকলিত তব সৃষ্টি, তুমি হি সর্ব্বস্ব-হেতু ;
তুমি যদি সৃজিলে না যন্ত্রণা, শোক, পীড়া ;
প্রবল-বল ইহারা জন্মিয়াছে কি রূপে ? ১৫।

হরি সরসিজ-যোনি ব্যাসদেবাদি ভক্তে,
ভব, তব ভব-লীলা দেখিয়া ভ্রান্ত-চিত্ত ;
যদি পড়ি ভব-চক্রে অন্ত না পান তাঁরা,
অধম নর কি রূপে জানিবে এই তত্ত্ব। ১৬।

তুমি বই ইহলোকে নাহি কর্ত্তা স্বয়ম্ভো !
তুমিই সকল-কর্ম্মী "নাকুলীশে*" প্রচারে ;
সুবিদিত যত শৈবে † জীব-কর্ত্তৃত্ব মানে,
"তুমি সমুদয় কর্ত্তা, কর্ম্ম-সাপেক্ষ কিন্তু।" ১৭।

* নাকুলীশ—"পাশুপতদর্শন।

† শৈব-দর্শন-মতাবলম্বীরা।

ত্রিদিব-সদৃশ-শোভা-ধারিণী এই পৃথ্বী
অবিরত দহিতেছে পাপ-তাপে কি জন্য ?
তুমি শিব শিব-রূপী থাকিতে এই লোকে,
অশিব-কুল কিরূপে ব্যাপিয়াছে ইহাতে ? ১৪।

অখিল ভুবন-মধ্যে যা কিছু দ্রব্য আছে,
সকলিত তব সৃষ্টি, তুমিহি সর্ব্বস্ব-হেতু :
তুমি যদি সৃজিলে না যন্ত্রণা, শোক, পীড়া ;
প্রবল-বল ইহারা জন্মিয়াছে কি রূপে ? ১৫।

হরি সরসিজ-যোনি ব্যাসদেবাদি ভক্তে,
ভব, তব ভব-লীলা দেখিয়া ভ্রান্ত-চিত্ত ;
যদি পড়ি ভব-চক্রে অন্ত না পান তাঁরা,
অধম নর কি রূপে জানিবে এই তত্ত্ব। ১৬।

তুমি বই ইহলোকে নাহি কর্ত্তা স্বয়ম্ভো !
তুমিই সকল-কর্ম্মী "নাকুলীশে*" প্রচারে ;
সুবিদিত যত শৈবে † জীব-কর্ত্তৃত্ব মানে,
"তুমি সমুদয় কর্ত্তা, কর্ম্ম-সাপেক্ষ কিন্তু।" ১৭।

* নাকুলীশ—"পাশুপতদর্শন।

† শৈব-দর্শন-মতাবলম্বীরা।

হৃদয়-গত ঘনান্ধ ধ্বংসিয়া অন্ধকারে,*
অভয় করহ দাসে জ্ঞান-দীপ্তি প্রদানে ;
মদন-নিধন শূলিন্! হে মহাকাল শম্ভো!
হর ইহ কলিকাল, ক্লেশ-পাশ-প্রণাশি। ২১।

ভব জলনিধি ঘোরে মজ্জিত, ভ্রান্ত-চিত্ত,
"প্রকৃতি-কৃপণ" দীনে তার, নিস্তার-হেতো,
"মরণ" সলিল হৈতে বাহিয়া মোক্ষ-ধামে,
বিতর দুরিত দাসে অক্ষয়ানন্দ শান্তি। ২২।

শমন-দমন-কারিণ্! পাপ-হারিণ্! নমস্তে ;
সুজন-হৃদয়-বাসিন্! তাপ-নাশিন্! নমস্তে ;
অবল-অগতি-বন্ধো! প্রীতি-সিন্ধো! নমস্তে ;
অধম-পতিত-পাতঃ! মোক্ষ-দাতঃ! নমস্তে।২৩

ইতি ভর্ত্তৃহরি কাব্যে "সন্ন্যাসাশ্রমো" নাম তৃতীয়ঃ সর্গ
সমাপ্ত।

* অন্ধকারে—হে অন্ধক-রিপো।

জনমের মত গোরা গিয়েছে এবার ;
হায়রে দারুণ বিধি এত ছিল মনে,
কেমনে ধরিব প্রাণ নিমাই বিহনে ?
কি কুক্ষণে এসেছিল কেশব ভারতী,
কোন্ মন্ত্রে ভুলাইল এমন দুর্মতি ;
যে দিন শুনিনু গোরা মন্ত্রণা তাহার,
রাধা রাধা বলে কাঁদে গৌরাঙ্গ আমার !
মন হল যা দিয়া না ডাকে আমায়,
অভাগী বধূর মুখে ফিরে নাহি চায় !
দুঃখের উপরে দুঃখ কত আর সহি,
কে বলিবে গোরা মোর লুকাইল কই ;
হায় হায় হায় মোর বুক ফেটে যায়,
এত বলি জ্ঞান হারা পড়িলা ধরায়,
পাড়ার পড়শী যারা চারি দিকে ঘেরা,
মুখে নাই শব্দ চক্ষে বহে জলধারা ;
হাহাকারে বিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় লুটায়,
শোকের হিল্লোলে নবদ্বীপ ভেসে যায় !
হোথায় চৈতন্য ধরি সন্ন্যাসীর বেশ,
নিরুদ্দেশে দিবা নিশি ভ্রমে দেশে দেশ,
নাহি ক্ষুধা নাহি তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা আর,
শ্রীহরি স্মরণে চক্ষে বহে অশ্রুধার !
বনে বনে কেঁদে ফিরে পাগলের প্রায়,
দিনান্তে বনের ফল খায় কিনা খায় ;
ভূতলে পড়িয়া কভু চারি দিকে চায়

বলে "প্রভু ভাল দীক্ষা দিয়েছ আমায়।"
কভু বা উঠিয়া বসে ছোটে দূরে কভু,
বাহু পসারিয়া বলে "কোথা মোর প্রভু?"
কাননের পশু পক্ষী প্রতিবেশীগণ,
গৌরাঙ্গ চাঁদের রঙ্গ করে নিরীক্ষণ;
যখন গৌরাঙ্গচাঁদ কাঁদে হাহাকারে,
মুখ পানে চেয়ে তারা ভিজে অশ্রুধারে।
সংসার আদর্শ শুধু আপনাকি নর,
ভাল কীর্ত্তি রাখিয়াছ শচীর কোঙর।

এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
গৌরাঙ্গের কোন তত্ত্ব নাহি নদীয়ায়;
নিদাঘ দারুণ দাহে কমলিনী প্রায়,
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহে শুকায়;
নাহি রুচি নাহি শুচি আলু থালু বেশ,
যতন বিহনে জটা মস্তকের কেশ;
ভাসমান চক্ষু স্থির নক্ষত্রের প্রায়,
অনাহারে অনিদ্রায় শরীর শুকায়;
সকাল বিকাল যায় ভাগীরথী তীরে,
এইরূপ বিলাপিয়া ভাসে নেত্র নীরে—

"প্রাণের নিমাইরে—
কোন বিধি বাম হলো, তোমা ধনে হরে নিল
হেন দাগা দিলরে অন্তরে;
এ নব যৌবন কালে এই কি ছিল আমার ভালে
নিমাই বিনা কিসে রব ঘরে।

ভাবোচ্ছ্বাস।

প্রাণের নিমাইরে—

নিমাই আমার কি উদ্দেশে গিয়েছো কোন্ দেশে,
সে দেশে পাঠাব আমি কারে ;
উড়িয়া বিহঙ্গ যায়, ডাকি ফিরে নাহি চায়,
নিমাই বলে কাঁদে হাহাকারে !

প্রাণের নিমাইরে—

অকালে হলে সন্ন্যাসী, আমায় করে বনবাসী,
কোন্ দোষে দিলে হেন ফাঁকি ;
আগে না বলিলে তুমি, যোগিনী সাজিতেম আমি,
সুখে রৈতেম ওমুখ নিরখি !

প্রাণের নিমাইরে—

চির পরবাসে স্বামী, গৃহেতে সন্ন্যাসী আমি,
বিষাদ বিভূতি মাখি গায় ;
বিচ্ছেদ কৌপিন পরি, নিমাই নাম যপ করি,
এই সুখে রেখেছ আমায় !

প্রাণের নিমাইরে—

শাশুড়ী পাগলের পারা, দুনয়নে বহে ধারা,
ত্রিবেণী কান্দে হাহাকারে ;
না দেখে গৌরাঙ্গচাঁদে, ভক্ত লতা সব কাঁদে,
প্রাণের নিমাই রহিলে কোথারে !

প্রাণের নিমাইরে—

রজনী প্রভাত হলে, এই না সে গঙ্গাজলে,
ভাসিয়া বেড়াইত মুখশশী ;

পূর্ব্ব আগমন, আছড়ে বিকলে ;
পথিকের হিয়া যায় বিদরিয়া
উঠরে উঠরে উঠরে সকলে ।

(৮)

ভারত মুরতি কেমনে আঁকিব ?
কলঙ্ক এক্ষণে, কি দিয়ে ঢাকিব !
গৌরব তপনে, শোভিত বদন,
কেমনে সেখানে, তিমির মাখিব ?
রত্ন চন্দ্রহার, ছিল বক্ষে তাঁর,
তাহে পদাঘাত, কেমনে লিখিব ;
স্বর্ণসিংহাসন, যাঁহার আসন,
কেমনে তাঁহারে ধুলাতে রাখিব !
পথিক বক্ষেরে, নয়ন জলেরে,
হয়ে দৃষ্টিহীন কেমনে আঁকিব ;
মুরতি ভাসিছে হৃদয় শোণিতে,
উথলে লহরী কিসে নিবারিব !

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত ।